হইল আহারন ও মোশা। উমরমের পরমায়ু ছিল
২১ একশত সাঞ্চিত্রিশ বৎসর। এ য়িজহারের পুত্র
২২ গন করাঙ্ক ও নফগ ও জক্রী। উজীএলের
২৩ পুত্রগন মীশাল ও আলজফন ও সত্রী। আহারন
বিবাহ করিল উমিনদবের কন্যা আলিশবাকে
নাহুশোনের ভগ্নী এবং প্রসব হইল নাদব
ও আবিহুয়া ও আলিযেঁজর ও আইতমরকে
২৪ করাঙ্কের পুত্রগন আস্সির ও আলকনা ও আবিসফ
২৫ এ সকল করাঙ্কের পরিজন। আলিযেঁজর আহার
নের পুত্র বিবাহ করিল ফুটীএলের এক কন্যা ও সে
প্রসব হইল ফনহস এ সকল লোইর বংশের
২৬ পরিজনের প্রধান তাহারদের পরিজনানুযায়ি। ইহারা
সে আহারন ও মোশা যাহারদিগিকে য়িহুহা
বলিলেন বাহির করিয়া আনিতে য়িশরালের সন্তানের
দিগিকে মিজর দেশ হইতে তাহারদের সৈন্যানুযায়ি।
২৭ ইহারা সেই যাহারা কথা কহিল মিজরের রাজা
ফারোওার কাছে বাহির করিয়া আনিতে য়িশরালের
সন্তানেরদিগিকে মিজর হইতে ইহারাই সে মোশা ও
আহারন।

২৮ যখন য়িহুহা কহিলেন মোশাকে মিজর দেশে
২৯ তখন য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে আমি
য়িহুহা তোমরা কহ যাইয়া মিজরের রাজা ফারোওার
কাছে যে সমস্ত আমি বলি তোমারদিগিকে। এবং
৩০ মোশা বলিল য়িহুহার সাখ্যাতে আমি হই অশুচি

ওচ্চাব্বির গুস্ত ক্রিয়াতে ফারোঔা শুনিবে আমার কথা।
পর্ব্ব পরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে দেখ আমি নিযুক্ত
৭ করিয়াছি তোমাকে ফারোঔার ঈশ্বর ও তোমার
ভ্রাতা হবেক তোমার ভবিষ্যত বক্তা তুমি কহ
তাহাকে যে সমস্ত আমি আজ্ঞা করি তোমাকে ও
তোমার ভ্রাতা কহুক তাহা ফারোঔার কাছে
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তাহার দেশ হইতে
৩ বিদায় করিতে । কিন্তু আমি কঠিন করিব ফারোঔার
অন্তঃকরণ এবং অনেক করিব আমার চিহ্ন ও আশ্চর্য্য
৪ ক্রিয়া মিসর দেশে তথাচ ফারোঔা মানিবেক না
তোমারদিগকে পরে আমার হস্ত তুলিব মিসরের
উপর এবং ছাড়াইয়া আনিব আমার সৈন্য আমার
য়িশরালের সন্তানেরদিগকেই মিসর দেশ হইতে
৫ চমৎকার শাস্তি দিয়া মিসরীরা ও জানিবেক যে
আমি য়িহুহা যখন আমি হস্ত বিস্তারিৎ করিব
মিসরের বিপরিতে বাহির করিয়া আনিতে য়িশরালের
৬ সন্তান তাহারদের মধ্য হইতে । পরে মোশা
এবং আহারন তাহা করিল যেমত য়িহুহা আজ্ঞা
দিয়াছিলেন তাহারদিগকে তাহারা সে সমস্ত
৭ করিল । মোশার আশি বৎসর এবং আহারনের
তেরাশি বৎসর বয়ক্রম সময় তাহারা এ কথা
৮ কহিল ফারোঔার কাছে । পরে য়িহুহা কহিলেন
৯ মোশা এবং আহারনকে যখন ফারোঔা আশ্চর্য্য
কার্য্য দেখাইতে বলে তোমারদিগকে তখন বল
আহারনকে ৱোমার আসাবাড়ী লইয়া ফেল

দেও ফারোঔর সন্মুখে এবং তাহা এক সর্প
হবেক।
১০ পরে মোশা ও আহারন ফারোঔর ঠাঁই যাইয়া
করিল যেমত যিহুহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহার
দিগকে আহারন তাহার আসাবাড়ি ফারোঔ ও
তাহার চাকরেরদের সাক্ষাৎ ফেলাইয়া দিলে
১১ তাহা এক সর্প হইল। তখন ফারোঔ ডাকিয়া
আনাইল বিজ্ঞ ও গুনিরদিগকে তাহাতে মিসরের
গুনিনেরা সে মত করিল তাহারদের গুন
১২ করিয়া। তাহারা এক২ জন ফেলাইল আসা
বাড়ি এবং তাহা ও হইল সর্প কিন্তু আহারনের
আসাবাড়ি গ্রাস করিল তাহারদের আসাবাড়ি।
১৩ এবং তিনি কঠিন করিলেন ফারোঔর অন্তঃকরন
এতদর্থে সে মানিল না তাহারদিগকে যেমত যিহুহা
কহিয়াছিলেন।
১৪ পরে যিহুহা বলিলেন মোশাকে ফারোঔর
অন্তঃকরন কঠিন হইয়াছে ইহাতে হেয়জ্ঞান করে
১৫ লোকেরদিগকে বিদায় করিতে। প্রাতে ফারোঔ
গতি করিবেক জলের সান্নিধা তৎকালে তুমি
যাইয়া ডাণ্ডাও নদীর কিনারায় তাহার আইসন
পর্য্যন্ত এবং সে আসাবাড়ি যাহা সর্প হইয়াছিল
১৬ তাহা লইও হস্তে করিয়া। পরে বল তাহাকে
যিহুহা ঔব্রিরদের ঈশ্বর পাঠাইলেন আমাকে
বলিবার কারন তোমার কাছে ছাড়িয়া দেহ

আমার লোকেরদিগকে তাহাতে তাহারা যাইয়া
আমার সেবা করে অরণ্যে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তুমি
১৭ মানিলা না এ বাক্য বলেন য়িহুহা ইহাতে জানিবা
যে আমি য়িহুহা দেখ আমি আমার হস্তের এই
আসাবাড়ির বাড়ি মারিব নদীর জলের ওপর ও
১৮ তাহা রক্ত হইবেক পরে নদীর মৎস্যেরা মরিবেক
ও দুর্গন্ধ হইবেক নদী। মিসরীরা ও ঘৃনা করিবেক
সেই নদীর জল পান করিতে।

১৯ অতএব য়িহুহা কহিলেন মোশাকে বল যাইয়া
আহারনকে তোমার আসাবাড়ি হস্তে করিয়া হস্ত
বিস্তার কর মিসরের জলেরদিগে তাহারদের
স্রোত ও নদী ও কূপ ও তাহারদের সমস্ত
বাঁওড়ের জলেরদিগে তাহাতে সে সকল জল রক্ত
হবেক এবং রক্তময় হবেক মিসরের সমস্ত
দেশেতে কাষ্ঠের পাত্রে এবং পুস্তরের পাত্রে ও।
২০ পরে মোশা এবং আহারন করিল যাহা২ য়িহুহা
আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহারদিগকে সে আসাবাড়ি
ওঠাইয়া বাড়ি মারিল নদীর জলে ফারোওর
ও তাহার চাকরেরদের সাক্ষাতে তাহাতে নদীর
২১ সমস্ত জল রক্ত হইল। নদীর মৎস্য মরিল
এবং নদী দুর্গন্ধ হইল ইহাতে মিসরীরা পীতে
পারিল না সে নদীর জল তাহাতেই রক্ত হইল
২২ মিসর সমস্ত দেশে পরে গুনিনেরা ও সেই মত
করিল তাহারদের গুনেতে কিন্তু ফারোওর

অন্তঃকরন কঠিন হইল ইহাতে সে মানিল না তাহার
২৩ দিগেকে যে মত য়িহ্‌হা বলিয়াছিলেন। ফারোঔা
চলিয়া গেল আপনার বাটীতে সে ইহাতে ও মনযোগ
২৪ করিব না। পরে সমস্ত মিস্রীরা নদীর সান্নিধ্য
কূপ খনন করিল জল পান করনের জন্য একারন
২৫ তাহারা পীতে পারিল না নদীর জল। য়িহ্‌হা
সে নদীর জল নষ্ট করনের পরে সাত দিন পূর্ন
হইল।

পর্ব্ব পরে য়িহ্‌হা কহিলেন মোশাকে ফারোঔার
৮ কাছে যাইয়া বল এই মত কহেন য়িহ্‌হা আমার
ভজনা করনের জন্য যাইতে দেহ আমার লোককে।
২ যদি তাহারদের যাত্র বারন কর তবে দেখ আমি
৩ ব্যাঙ ঘাত দিব তোমার সকল সীমায় ও নদী
বিস্তরং ব্যাঙ উৎপন্ন করিবেক যাহারা ওপরে
উঠিয়া যাইবেক তোমার ঘরে ও তোমার বিছানার
কুঠরিতে ও তোমার বিছানার ওপরে ও তোমার
চাকরেরদের সমস্ত বাটীতে ও তোমার লোকেরদের
ওপরে ও তোমার তনুরে ও তোমার আটা মলা
৪ কাঠেতে সেই মত ব্যাঙেরা আসিবেক তোমার ও
তোমার লোক ও তোমার সমস্ত চাকরেরদের ওপরে।
৫ য়িহ্‌হা বলিলেন মোশাকে তুমি এ কথা বল আহারন
কে তুমি হস্ত বিস্তার কর তোমার আসাবাড়ি
হাতে করিয়া শ্রোতেরদিগে এবং নদী ও বিলেরদিগে
৬ ব্যাঙ ওঠাইবার জন্য মিস্রের দেশে। পরে আহারন
তাহার হস্ত বিস্তার করিল মিস্রের জলের ওপর

তাহাতে ব্যাঙ উঠিয়া আচ্ছাদন করিল মিসর দেশ।
৭ পরে গুনিনেরা ও সেই মত করিল তাহারদের গুন
করিয়া এবং ব্যাঙ উৎপন্ন করিল মিসর দেশের উপরে।
৮ তখন ফারোউ মোশা ও আহারনকে ডাকিয়া
বলিল ঐকান্তিক প্রার্থনা কর ভগবানের ঠাঁই ব্যাঙ
ঘাণ্ডিবার তরে আমার ও আমার লোকেরদিগ হইতে
ইহাতে আমি ছাড়িয়া দিব লোকেরদিগকে ও তারা
৯ করুক যাইয়া বলিদান যিহুহার কাছে। তৎপরে
মোশা বলিল ফারোউকে পরিহাস কর আমার
উপর আমি কখন প্রার্থনা করিব তোমার ও তোমার
লোক ও তোমার চাকরেরদের কারন নষ্ট করিতে
ব্যাঙ তোমারদের নিকট ও তোমারদের বাটী হইতে
১০ তাহাতে রহিবেক কেবল নদীতে। সে বলিল
কল্য। তৎপরে মোশা বলিল তোমার কথানুযায়ি
হওক ইহাতে জানিতে পারিবা যে কোন কেহ ঈশ্বর
১১ নাই যেমন যিহুহা আমারদের ঈশ্বর। ব্যাঙ
প্রস্থান করিবেক তোমা হইতে ও তোমার বাটী ও
তোমার চাকরেরদিগ ও তোমার লোকেরদিগ হইতে
১২ কেবল তাহারা তিষ্ঠিবেক নদীতে। তৎপরে মোশা
ও আহারন ফারোউর নিকট হইতে গেলে মোশা
কামনা করিল যিহুহাকে সে ব্যাঙগনের বিষয়
১৩ যাহা হইল ফারোউর বিপরিতে। তাহাতে যিহুহা
করিল মোশার কথানুযাযি এবং ব্যাঙ সকল মরিয়া
গেল তাহারদের ঘর ও গ্রাম ও ক্ষেত্র হইতে।
১৪ পরে তাহারা একত্র করিয়া ঢিপি করিয়া রাখিল

১৫ তাহাতে দেশ দুর্গন্ধ হইল। কিন্তু ফারোঔা কিছু
বিশ্রাম দেখিয়া কঠিন করিল তাহার অন্তঃকরন ও
মানিল না তাহারদিগকে যেমত য়িহুহা বলিয়াছিলেন।
১৬ পরে য়িহুহা কহিলেন মোশাকে এই কথা কহ
আহারনকে ক্ষেপন কর তোমার আসাবাড়ি এবং
বাড়ি মার ধূলার ওপরে তাহাতে ওকুন ওৎপন্ন
হবে মিস্রর সমস্ত দেশে এবং সে করিল তাহা
আহারন তাহার হস্ত বিস্তার করিল তাহার আসা
১৭ বাড়ি হাতে লইয়া এবং বাড়ি মারিল পৃথিবীর ধূলার
ওপর তাহাতে ওকুন হইল মনুষ্য ও পশুগনের গায়
দেশের সমস্ত ধূলা হইল ওকুন মিস্রর সমস্ত দেশে।
১৮ গুনিরা সেই মত তাহারদের গুন করিয়া ওকুন
করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা পারিল না তখন
১৯ ওকুন হইল সকল মনুষ্য ও পশুরদের গায়। তখন
গুনিনেরা বলিল ফারোঔাকে এ ভগবানের অঙ্গুলি
কিন্তু ফারোঔার অন্তঃকরন কঠিন হইল এবং
সে মানিল না তাহারদিগকে যে মত য়িহুহা
বলিয়াছিলেন।

২০ তৎপরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে প্রাতে ওত্থান
করিয়া যাইয়া ডাণ্ডাও ফারোঔার অগ্রে সে জলের
সান্নিধ্য আসিবে তখন তাহাকে বল য়িহুহা কহেন
যাইতে দেহ আমার লোকেরদিগকে আমার সেবা
২১ করনের জন্য যদি যাইতে না দেহ আমার লোকের
দিগকে তবে দেখ আমি পাঠাইব কীট পতঙ্গ তোমার
চাকর ও তোমার লোকেরদের ওপর ও তাহারদের

বাটীতে মিজরীরদের সমস্ত ঘর কীট পূর্ণ হবেক ও
২২ ভূমি যাহাতে থাকে কিন্তু সে দিবস আমি পৃথক করিব
গোশন দেশ যাহাতে আমার লোকেরা আছে কদাচ
কীট পতঙ্গ হবেক না সে স্থানে তাহাতে জানিবা যে
২৩ আমি য়িহুহা পৃথিবীর মধ্যে এবং আমি পৃথক
করিব আমার লোক তোমার লোক হইতে কল্য এ
২৪ চিহ্ন হবেক । য়িহুহা করিলেন তাহা তৎপরে সে
স্থানে হইল বিস্তর২ কীট পতঙ্গ ফারোউা ও তাহার
চাকরেরদের ঘরে ও মিজর সমস্ত দেশে ও সে দেশ
উচ্ছন্ন হইল অনেক কীট পতঙ্গেতে ।
২৫ তৎপরে ফারোউা মোশা ও আহারনকে ডাকিয়া
বলিল যাও তোমরা এ দেশে বলিদান কর যাইয়া
২৬ তোমারদের ঈশ্বরের কাছে । ইহাতে মোশা
বলিল ইহা করা অকর্ত্তব্য একারণ আমরা বলিদান
করিব আমারদের ঈশ্বর য়িহুহার কাছে যাহা
মিজরিরদের ঘৃনিত পাল্য দেখ আমরা মিজরীর
দের ঘৃনিত পাল্য তাহারদের সাক্ষাত বলিদান
করিলে তাহারা পাথর মারিবেক না আমারদিগকে ।
২৭ আমরা যাইব অরন্যে তিন দিনের পথ ও সে
স্থানে বলিদান করি আমারদের ঈশ্বর য়িহুহার
কাছে যে মত তিনি আজ্ঞা দিলেন আমারদিগকে ।
২৮ পরে ফারোউা বলিল আমি ছাড়িয়া দিব তোমার
দিগকে তোমরা যাইয়া বলিদান কর য়িহুহার কাছে
কিন্তু বিস্তর দূর যাইও না অগ্রে প্রার্থনা কর আমার
২৯ কারণ । তৎপরে মোশা বলিল দেখ আমি যাই

তোমার এখান হইতে এবং আমি প্রার্থনা করিব
য়িহুহাকে যাহাতে এ সকল কীট পতঙ্গ অন্তর হয়
কল্য ফারোওঁা ও তাহার চাকর ও তাহার লোকের
দিগ হইতে কিন্তু ফারোওঁা আর এ মত ফাকি করুন
না লোকেরদিগকে য়িহুহার কাছে বলিদান দিতে
৩০ যাওনের বিষয় ।   তখন মোশা গেল ফারোওঁার
৩১ কাছ হইতে এবং প্রার্থনা করিল য়িহুহাকে । এবং
য়িহুহা করিলেন মোশার কথানুযায়ি তিনি ও অন্তর
করিলেন সে সকল কিট পতঙ্গ ফারোওঁা ও তাহার
চাকর ও তাহার লোকেরদিগ হইতে একটা ও বক্রি
৩২ রহিল না । ফারোওঁা এ সময় ও তাহার অন্তঃকরন
কঠিন করিল সে লোকেরদিগকে যাইতে দিল না ।
পর্ব্ব তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে ফারোওঁার কাছে
১ যাইয়া বল এই মত বলেন য়িহুহা ঐব্রিরদের ঈশ্বর
আমার লোকেরদিগকে যাইতে দেহ আমার সেবা
২ করিতে   যদিত তাহারদিগকে যাইতে বারন কর
৩ ও রাখ তাহারদিগকে ইহার পরে তবে দেখ য়িহুহার
হস্ত তোমার মাঠের পশুগনের ওপরে ঘোড়া ও গাধা
ও ওট ও গরু ও মেষগনের ওপরে ইহাতে তাহার
৪ দিগের হবে অতি দুরন্ত মড়ক   এবং য়িহুহা ভিন্ন
করিবেন য়িশরালের ও মিছরীরদের পশুগন
তাহাতে য়িশরালের সন্তানেরদের পশুগনের কিছুই
৫ মরিবেক না ।   য়িহুহা ও সময় নিরূপন করিলেন
বলিয়া কল্য য়িহুহা করিবেন এ কার্য্য এ দেশে ।
৬ পর দিবস য়িহুহা করিলেন তাহা ও মিছরের

সমস্ত পশুগন মরিল কিন্তু য়িশরালের সন্তানের
৭ পশুগনের একটা ও মরিল না ।   পরে ফারোঔ
দেখিতে লোক পাঠাইয়া দিল দেখ য়িশরালের
সন্তানেরদের একটা ও মরে নাহি কিন্তু ফারোঔর
অন্তঃকরন কঠিন হইল তাহাতে লোকেরদিগকে
যাইতে দিল না ।
৮ এতদর্থে য়িহুহা বলিলেন মোশা ও আহারনকে
তোমরা মুটা করিয়া আথার ছাই লও এবং মোশা
শূন্যে ছড়াইয়া ফেলুক তাহা ফারোঔর সাখ্যাত ।
৯ ইহাতে হবেক বিন্দু২ ধুলা মিচর দেশে তাহাতে ফোট
১০ ও ঠোসা উৎপন্ন হইবে মানুষ ও পশুর উপরে । তখন
তাহারা আথার ছাই লইয়া ডাণ্ডাইল ফারোঔর আগে
পরে মোশা তাহা শূন্যে ছাড়াইয়া দিল ও তাহাতে
১১ হইল ফোট ও বিস্তর ঠোসা মনুষ্য ও পশুর উপরে । এ
ফোটের কারন গুনিনেরা ডাণ্ডাইতে পারিল না মোশার
সাখ্যাৎ একারন ফোট হইল গুনি ও সমস্ত
১২ মিচরীরদের গায় ।   কিন্তু য়িহুহা কঠিন করিলেন
ফারোঔর অন্তঃকরন তাহাতে সে মানিল না তাহার
দিগকে যেমত য়িহুহা বলিয়া ছিলেন মোশাকে ।
১৩ য়িহুহা বলিলেন মোশাকে প্রাতে উত্থান করিয়া
ডাণ্ডাও ফারোঔর সাখ্যাৎ এবং বল তাহাকে
এ মত বলেন য়িহুহা এবিরিদের ঈশ্বর ছাড়িয়া
দেহ আমার লোকেরদিগকে আমার সেবা করনের
১৪ জন্য ।   এখন আমি পাঠাইয়া দিব আমার সমস্ত
ঘাত তোমার অন্তঃকরনে ও তোমার চাকরের

দের ও তোমার লোকেরদের উপর তাহাতে জানিবা
যে কোন কেহ নহে আমার মত সমস্ত পৃথিবীতে ।
১৫ আমি এখন আমার হস্ত বিস্তার করিব তাহাতে
আমি মড়কে মারিব তোমাকে ও তোমার লোকের
দিগকে এবং তুমি ছেদন হবা পৃথিবী হইতে ।
১৬ নিতান্তই এই কারন উৎপন্ন করাইয়াছি তোমাকে
তোমাতে আমার শক্তি দেখানের কারন ও আমার
১৭ নাম প্রচারিতে সকল পৃথিবীর উপর এখন পর্য্যন্ত
দর্প হইতেছ আমার লোকেরদের বিপরিতে তাহাতে
১৮ ছাড়িয়া দিবা না তাহারদিগকে । দেখ কলা এই
সময় আমি অত্যন্ত শীল বর্ষাইব যে এ মত কখন
হয় নাহি মিসরে তাহার আমূল হইতে এখন পর্য্যন্ত ।
১৯ অতএব এখন লোক পাঠাইয়া একত্র কর তোমার
পশুগন ও তোমার যাহা২ মাঠের মধ্যে আছে
যে মানুষ কি জন্তু মাঠের মধ্যে থাকে ও
বাটী আনা হয় না শীল পড়িবেক তাহারদিগের
২০ উপরে ও তাহারা মরিয়া যাবেক । ফারোওর
চাকরের মধ্যে যে কেহ ভয় করে য়িহুহার কথা
তাহারা তাহারদের চাকর ও পশুরদিগকে শীঘ্র
২১ করিয়া আনিল ঘরের মধ্যে কিন্তু যাহারা য়িহুহার
কথা মনযোগ করিল না তাহারা ছাড়িল তাহার
দের চাকর ও পশু মাঠের মধ্যে ।
২২ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে তোমার হস্ত
বিস্তার কর শূন্যেরদিগে শীল হবার কারন

মিজরের সমস্ত দেশে মনুষ্য ও জন্তু ও মিজর
২৩ দেশের ক্ষেত্রের সমস্ত শস্যের ওপর ।   তৎপরে
মোশা বিস্তার করিল তাহার আসাবাড়ি শূন্যের
দিগে তাহাতে যিহুহা পাঠাইলেন মহা জল ও শীল
অগ্নি ও দৌড়িল ভূমির ওপর যিহুহা এ মত শীল
২৪ বর্ষাইলেন মিজর দেশে ।   তখন অগ্নি মিশ্রিত
অতি দুরন্ত শীল হইল যেমত কখন হয় নাহি মিজর
সমস্ত দেশে তাহা বর্ণ ভেদহওনের আরম্ভ অবধি ।
২৫ সে শীলে মিজর দেশের সমস্ত নাশ করিল যে সমস্ত
ছিল মাঠে মনুষ্য ও জন্তু সে শীলে ও সংহার
করিল মাঠের সমস্ত তৃন ও ভাঙ্গিয়া ফেলাইল মাঠের
২৬ সমস্ত বৃক্ষ কেবল গশন দেশে যে স্থানে য়িশরালের
সন্তানেরা সে স্থানে শীল নাহি ।
২৭ তখন ফারোও লোক পাঠাইলে ডাকিয়া আনিল
মোশা ও আহারনকে এবং বলিল তাহারদিগকে
এখন আমি পাপ করিয়াছি যিহুহা যথার্থিক আমি
২৮ ও আমার লোক দুষ্ট এখন প্রচুর হইয়াছে অতএব
প্রার্থনা কর যিহুহার ঠাঁই যেন আর শীল ও সন্ধ্যা
গর্জ্জন হয় না এবং আমি ছাড়িয়া দিব তোমারদিগকে
২৯ তোমরা ও আর এখানে রহিবা না । তৎপরে মোশা
বলিল তাহাকে আমি সহর হইতে গেলে হস্ত
বিস্তার করিব যিহুহার দিগে তাহাতে সন্ধ্যাগর্জ্জন
শেষ হবেক শীল ও আর যেন হয় না তাহাতে
৩০ জানিবা যে পৃথিবী আছে যিহুহার   কিন্তু তুমি
ও তোমার চাকর আমি জানি তোমরা ভয়

৩১ করিবা না য়িহুহা ঈশ্বরকে । মসিনা ও যব
মারা গেল একারন যব ছিল শিষে ও মসিনা ফলে
৩২ কিন্তু গোম ও ভোট্টা বড় না হইলে মারা গেল না ।
৩৩ পরে মোশা ফারোওার নিকট হইতে গেল সহরের
বাহিরে ও বিস্তার করিল তাহার হস্ত য়িহুহারদিগে
তাহাতে সন্ধ্যাগর্জ্জন ও শীল নিবর্ত্ত হইল ও বৃষ্টি
৩৪ বারন হইল পৃথিবীর উপর । তৎপরে ফারোওা
যখন দেখিল সে বৃষ্টি ও শীল ও সন্ধ্যাগর্জ্জন শেষ
তখন সে আর অধিক পাপ করিল ও কঠিন করিল
তাহার অন্তঃকরন তাহার চাকরেরা ও তাহারদের
৩৫ অন্তঃকরন । সে মতে ফারোওার অন্তঃকরন
কঠিন হইল তাহাতে সে যাইতে দিল না য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে যে মত য়িহুহা বলিয়াছিলেন
মোশার করনক ।

পর্ব্ব ১০ পরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে যাও ফারোওার
কাছে আমি কঠিন করিয়াছি তাহার ও তাহার
চাকরেরদের অন্তঃকরন আমার এ সকল চিহ্ন তাহার
২ গোচরে দেখাইবার কারন ও তুমি তোমার পুত্র পৌত্রের
দের কর্নে কহনার্থে যাহাং আমি করিয়াছি মিসরে ও
আমার চিহ্ন যাহা দেখাইয়াছি তাহারদের মধ্যে তাহার
৩ দের জাননার্থে যে আমি য়িহুহা । তৎপরে মোশা ও
আহারন ফারোওার কাছে আসিয়া বলিল এই মত
বলেন য়িহুহা এব্রিরদের ঈশ্বর কত কাল অহংকার
ছুটিবে না আমার সাখ্যাৎ আমার লোকেরদিগকে
৪ যাইতে দেহ আমার সেবা করিতে । আমার

লোকেরদিগের যাত্রা বারণ করিলে দেখ কল্য
৫ আমি আনিব পঙ্গপাল মড়িগী তোমার দেশে তাহারা
আচ্ছাদন করিবে পৃথিবী তাহাতে কোন কেহ ভুমি
দেখিতে পাইবে না। তাহারা ও খাইয়া ফেলাইবে
সমস্ত শস্য যাহা তোমার বক্রি আছে শীল হইতে
তাহারা খাইয়া ফেলাইবে প্রতি বৃক্ষ যাহা থাকে মাঠে
৬ তাহারা তোমার ও তোমার চাকরেরদের ও সমস্ত
মিসর দেশের ঘর পূর্ণ করিবে যেমন তোমার পিতা
পিতামহ দেখিয়াছিল না সে দিন অবধি যাহাতে তাহারা
৭ আইল পৃথিবীর উপর আজি পর্য্যন্ত পরে সে ফিরিয়া
গেল ফারোওর কাছে হইতে। তখন ফারোওর
চাকরেরা বলিল তাহাকে কত কাল ইহারা আমার
দের ফাঁদ হবেক সে লোকেরদিগকে যাইতে দেহ
তাহারদের ঈশ্বরের সেবা করিতে এখন পর্যন্ত জ্ঞাত
৮ নহ যে মিসর নষ্ট হইল। তৎপরে মোশা ও
আহারন পুনর্ব্বার ফারোওর ঠাঁই আনয়ন হইল ও
ফারোও বলিল তাহারদিগকে যাও সেবা কর
যাইয়া য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বরের কিন্তু কেটা২
৯ যাবেক। মোশা বলিল আমরা বাল বৃদ্ধ পুত্র
কন্যা মেষ গরু সহিত যাইব একারণ আমারদের
১০ পর্ব্বের আবশ্যক আছে য়িহুহার কাছে। সে বলিল
তাহারদিগকে যে মত আমি ছাড়িয়া দিব তোমার
দিগকে সেই মত য়িহুহা হউন তোমারদের
ও তোমারদের বালকেরদের সাতে দেখ
১১ দুঃখ আছে তোমারদের আগে। তেমন নহে যদি

তোমারদের ইচ্ছা তবে তোমরা যে বড় কেবল
যাইয়া যিহুহার সেবা কর ।   তাহারা ও খেদিতে
ছিল ফারোওার সন্মুখ হইতে ।
১২   তৎপরে যিহুহা বলিলেন মোশাকে তোমার হস্ত
ক্ষেপন কর মিসরের দেশের ওপরে পঙ্গপালের
কারন তাহারদের আইসনের নিমিত্ত মিসর
দেশের ওপর ও খাওনার্থে দেশের প্রতি বৃক্ষ
১৩ সমস্তই যাহা শীলে ছাড়িয়া গেল ।   তখন মোশা
তাহার আসাবড়ি ওঠাইল মিসর দেশের ওপর ও
যিহুহা সে দিবারাত্রি পুবিয়া বাতাস আনিলেন
দেশের ওপরে প্রাতঃকাল হবা মাত্রেই পুবিয়া বাতাসে
১৪ আনিল পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ।   সে পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ
গতি করিল মিসর সমস্ত দেশের ওপরে এবং অতি
দুঃখ দায়িক হইয়া তিষ্ঠিল মিসরের সমস্ত
দেশে তাহারদের পূর্ব্বে এই মত পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ
কখন হইল না ও তাহারদের মত কখন হইবে
১৫ না ।   তাহারা ঢাকিল সে সকল দেশ তাহাতে
দেশে অন্ধকার হইল তাহারা ও খাইয়া ফেলাইল সে
দেশের সমস্ত শস্য ও বৃক্ষের সমস্ত ফল যাহা শীলে
ছাড়িয়া গেল এবং তাহারা বক্রি রাখিল না কোন
সবুজ বস্তু বৃক্ষের ওপর কি ক্ষেত্রের শস্য মিসর
সমস্ত দেশে ।
১৬   তখন ফারোওা শীঘ্র করিয়া ডাকিল মোশা ও
আহারনকে ও বলিল আমি পাপ করিয়াছি যিহুহা
১৭ ও তোমারদের বিপরিতে অতএব এখন আমি সাধিনা

করি তোমারদিগিকে কেবল এই একবার মর্য্যাদা
কর আমার পাপ ও প্রার্থনা কর তোমারদের ঈশ্বর
যিহোবার কাছে যাহাতে তিনি লইয়া যান কেবল এই
১৮ দুর্গতি আমা হইতে। পরে সে ফারোওর কাছ হইতে
১৯ যাইয়া প্রার্থনা করিল যিহোবার ঠাঁই। এতন্মধ্যে যিহোবা
ফিরাইলেন প্রচণ্ড পশ্চিমা বাতাস যাহা সে পঙ্গ
পালেরদিগিকে ফেলাইল আরবী সমুদ্রে ও এক
২০ পঙ্গপাল থাকিল না মিসর সমস্ত দেশে। কিন্তু
যিহোবা কঠিন করিলেন ফারোওর অন্তঃকরণ তখন
সে যাইতে দিল না য়িশরায়েলের সন্তানেরদিগিকে।
২১ তৎপরে যিহোবা বলিলেন মোশাকে তোমার হস্ত
বিস্তার কর শূন্যেরদিগে পীড়া দায়িক অন্ধকার
২২ হইবার জন্য মিসর সমস্ত দেশে। তাহাতে মোশা
তাহার হস্ত বিস্তার করিল শূন্যেরদিগে ও তিন
দিবস পর্য্যন্ত সমস্ত মিসর দেশে অন্ধকার হইল
২৩ তাহাতে এক জন আর এক জনকে দেখিতে পাইল
না সে তিন দিবস কেহ উত্থান করিল না তাহার
স্থান হইতে কিন্তু য়িশরায়েলের সমস্ত সন্তানেরা আলো
পাইল তাহারদের বসতির মধ্যে।
২৪ তখন ফারোও মোশাকে বলিল যাও তোমরা
যিহোবার সেবা কর কেবল তোমারদের মেষ ও
গরুরদিগের পাল রহুক তোমাদের বালকেরা ও
২৫ যাউক তোমারদের সাতে। পরে মোশা বলিল
আবশ্যক আছে যে তুমি দেহ আমারদিগিকে
বলিদান ও আহুতির কারণ যাহা আমরা বলিদান

২৬ করিব আমারদের ঈশ্বর য়িহুহার কাছে আমারদের
পশুগন ও যাবেক আমারদের সাতে তাহারদের
এক খুর আমারদের পশ্চাৎ রহিবেক না তাহা হইতে
লইতে হইবে আমারদের ঈশ্বর য়িহুহার সেবার
দ্রব্য এবং ও স্থানে যাওনের পূর্ব্বে আমরা জানি
না কি দিয়া সেবা করিব য়িহুহার।

২৭ কিন্তু য়িহুহা কঠিন করিলেন ফারোঔর অন্তঃকরণ
২৮ সে যাইতে দিল না তাহারদিগকে। তৎপরে
ফারোঔ বলিল তাহারদিগকে দূরহ তোরা আমার
এখান হইতে সাবধানহ তোরা আমার মুখ আর
দেখিও না যে দিন আর দেখিবি আমার মুখ সেই
২৯ দিন মরিবি। মোশা বলিল ভাল কহিয়াছ
আমি তোমার মুখ আর দেখিব না।

পর্ব্ব একারণ য়িহুহা বলিয়াছিলেন মোশাকে আর এক
১১ ঘাত আনিব ফারোঔ ও মিজরের উপর তাহার পর
সে ছাড়িয়া দিবে তোমারদিগকে সে স্থান হইতে
যখন ছাড়িয়া দেয় তখন সে তোমারদের সমস্ত
২ একত্র করিয়া খেদাইয়া দিবেক এখন কহিয়া
দেহ সে লোকেরদিগকে প্রতি পুরুষ ধার করিয়া
লওক তাহার প্রতিবাসী হইতে এবং প্রতি নারী
তাহার প্রতি বাসী হইতে রূপার ও সোনার
৩ অলঙ্কার তখন য়িহুহা অনুগ্রহ দেয়াইলেন
সে লোকেরদিগকে মিজরীরদের দৃষ্টে সে মনুষ্য
মোশাও অতি সম্ভ্রান্ত হইল মিজর দেশের মধ্যে

৪ ফারোওার চাকর ও লোকেরদের দৃষ্টে। এতদর্থে
মোশা বলিল এই মত বলেন যিহুহা আজিকার রাত্রি
প্রহর দুইয়ের সময় আমি যাইব মিস্রের মধ্য
৫ দিয়া। তাহাতে মিস্রের সমস্ত প্রথম জন্মিত
মরিবেক সিংহাসনস্থ ফারোওার প্রথম পুত্র হইতে
জাঁতা ঘুরনীয়া দাসীর পুত্র পর্য্যন্ত এবং সমস্ত পশু
৬ গনের প্রথম বাচ্চা মিস্রের সমস্ত দেশে হবে বড়
হাহাকার এমত কথন হয় নাহি এবং আর কথন
৭ হবেও না। কিন্তু য়িশরালের কোন সন্তানের
বিপরিতে কুকুর লাড়িবেক না তাহার জিহ্বা মানুষ কি
পশুর বিপরিতে তাহাতে তোমরা জানিবা যিহুহা
কি মতে পৃথক করেন য়িশরালের সন্তান মিস্রীর
৮ দিগ হইতে। পরে এ সমস্ত তোমার চাকরেরা
আসিবে ও দণ্ডবৎ করিবে আমার ঠাঁই এবং
বলিবেক বাহির হইয়া প্রস্থান কর তোমার সমস্ত
পশ্চাৎ বর্ত্তি লোক সমেত তাহার পরে আমি
যাইবা। তখন সে অতি রোষান্বিত হইয়া প্রস্থান করিল
৯ ফারোওার কাছ হইতে। যিহুহা বলিয়াছিলেন
মোশাকে ফারোওা মানিবেক না তোমারদিগেরে
তাহাতে আমার বিস্তর আশ্চর্য্য হবেক মিস্র দেশে।
১০ এতদর্থে মোশা ও আহারন করিল সে সমস্ত
আশ্চর্য্য ফারোওার সাক্ষাত এবং যিহুহা কঠিন
করিলেন ফারোওার অন্তঃকরন তাহাতে সে যাইতে
দিল না য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তাহার দেশ
হইতে।

পর্ব্ব ১২ তৎপরে মিসরের মধ্যে যিহহা এ কথা কহিলেন
যোশা ও আহারনকে এই মাস হবেক তোমার
দের মাসের আরম্ভ এ হবেক তোমারদের বৎসরের
প্রথম মাস ।
৩ তোমরা বল যাইয়া যিশরালের সমস্ত মণ্ডলিকে
এ মাসের দশমেতে প্রতি মানুষ লওক একং
মেষের বাচ্চা তাহার পরিজনের কারন পিতৃ
পরিজনানুযায়ি একং মেষের বাচ্চা একং ঘরের
৪ কারন । কি যদিত এক মেষের বাচ্চা ভোজনের
কারন কাহারো পরিজন অতি অল্প হয় তবে সে
মনুষ্য ও তাহার দ্বিতীয় ঘরের পড়সী লওক ব্যক্তির
গননানুযায়ি প্রতি মানুষ আপন খোরাকানুযায়ি
৫ করুক মেষের বাচ্চার বরাওর্দ্দ । এক বৎসরীয়
নিখুতি পাঁঠা বাচ্চা লইও মেষ কি অজা হইতে
৬ পরে ঘরে আনিয়া রাখ মাসের চতুর্দ্দশম দিবস
পর্য্যন্ত তখন যিশরালের সমস্ত মণ্ডলি তাহা মারুক
৭ সায়ং কালে পরে রক্ত লইয়া ছড়াইয়া
দিওক সেই ঘরের চৌকাঠের দুই বাজু ও
কপালির উপরে যাহাতে তাহা ভোজন করিবেক
৮ তাহারা সেই রাত্রি সে মাংস অগ্নিতে কবাব
করিয়া ভোজন করুক বেখমির রুটি ও তিক্ত
৯ শাকের সহিত তাহা কাঁচা কি জলে সিদ্ধ
খাইও না কিন্তু কবাবি অগ্নি দিয়া তাহার
মুণ্ড তাহার ঠেঙ ও তাহার পেটের সামগ্রী ।

১০ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার কিছু বক্রি রাখিও না কিন্তু
যাহা বক্রি থাকে তাহা প্রাতে পোড়াইয়া ফেল
অগ্নিতে ।
১১ এই মতে তাহা খাইও তোমারদের কোমর বন্ধিত
ও জুতা পায় দিয়া ও আসাবাড়ী হাতে তোমরা তাহা
শীঘ্র করিয়া খাইও তাহা য়িহুহার পেশাক ।
১২ আমি অদ্য রাত্রি গতি করিব মিসর সমস্ত দেশে ও
সংহার করিব মিসরের প্রথম জন্মিত দুই মানুষ
ও পশু মিসরের সমস্ত দেবতাকে আমি ও
১৩ শাস্তি দিব আমি য়িহুহা । সে রক্ত হবে তোমার
দের এক চিহ্ন যে ঘরে তোমরা থাক ও যখন
আমি দেখি সে রক্ত তখন গতি করিব
তোমা ছাড়িয়া তাহাতে যখন সংহার করি মিসর
দেশ তখন মড়ক যাবেক না তোমারদের উপর
১৪ সংহার করিতে তোমারদিগকে এতদর্থে এ দিবস
হবেক তোমারদের এক স্মরনার্থে ও তোমরা
এক পর্ব্ব কর য়িহুহার কাছে তোমারদের
সমস্ত পুরুষানুক্রমে সেই পর্ব্ব কর সদাসর্ব্ব
১৫ ক্ষনে । সাত দিবস খাও বেখমির রুটি প্রথম
দিনেই ফেলাইয়া দিও সমস্ত খমির তোমারদের
ঘর হইতে প্রথম দিবসাবধি সপ্তম দিবস
পর্য্যন্ত যে কেহ খায় খমির যুক্ত রুটি সে প্রাণি
১৬ ছেদন করা হবেক য়িশরাল হইতে । প্রথম
দিনে হবে পবিত্র সভা এবং সপ্তম
দিনে ও হবেক তোমারদের পবিত্র সভা কোন

প্রকার কর্ম্ম করা হবেক না তাহার মধ্যে কিন্তু
প্রতি জনের ভক্ষানুযায়ি খাদ্য সংযোগ করিতে
১৭ পার। তোমরা কর বেখমির রুটির পর্ব্ব। সেই
দিবসে আমি বাহির করিলাম তোমারদের সৈন্য
মিসর হইতে অতএব তোমরা পালন কর এ দিবস
সদাকালের বিধির মত তোমারদের পুরুষানু
ক্রমে।

১৮ প্রথম মাসের চতুর্দ্দশম দিবসের সায়ংকালে
তোমরা খাও বেখমির রুটি একবিংশতীয় সায়ং
১৯ কাল পর্য্যন্ত সাত দিন খমির অপ্রাপ্য হবেক
তোমারদের ঘরে যে কেহ খমির যুক্ত বস্তু খায়
সেই প্রানি ছেদন হইবেক য়িশরালের মণ্ডলি
হইতে প্রবাসী কি সদেশ জাত হওক তোমরা
২০ কিছুই খাইও না খমির যুক্ত তোমারদের সমস্ত
পরিজনের সহিত খাও বেখমির রুটি।

২১ তখন মোশা য়িশরালের সমস্ত প্রধানেরদিগকে
ডাকিয়া বলিল একং মেষের বাচ্চা বাছিয়া লও
তোমারদের পরিজনানুযায়ি ও মার তাহা পেশাক্কের
২২ কারন। তোমরা এক আটি এজব চুপাও সে রক্তে
যাহা আছে বাটীতে পরে বাটীতে যে রক্ত থাকে
তাহা জড়াইয়া দেও দ্বারের সরদল ও চৌকাঠের দুই
বাজুর গায় এবং তোমারদের কোন কেহ বাহির
হওক না তাহার ঘরের দ্বার হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত।
২৩ একারন য়িহহা সর্ব্বত্র গতি করিবেন মিসর দেশ
সংহার করিতে ও যখন তিনি দেখেন সে সরদলে

ও বাজুতে রক্ত তখন যিহুহা গতি করিবেন সে
দ্বার ছাড়িয়া এবং সংহার কর্ত্তাকে যাইতে দিবেন
২৪ না তোমার বাটীতে নষ্ট করিতে এবং তোমরা
ইহা ব্যবহার কর বিধির কারন তোমরা ও তোমার
২৫ সন্তানেরা সদাকাল যখন তোমরা পৌছ সে
দেশে যাহা যিহুহা দিবেন তোমারদিগকে তাহার
করারানুযায়ি তখন সে স্থানে পালন কর এ ভজনা ।
২৬ এই মত হইবেক যখন তোমার শিশুগন জিজ্ঞাসে
২৭ তোমারদিগকে এ ভজনার অর্থ কি । তখন বলিও
তাহারদিগকে এ যিহুহার পেশাক্কের বলিদান যিনি
গতি করিলেন মিসরের মধ্যে যিশরাএলের সন্তানের
দের ঘর ছাড়িয়া যখন তিনি নষ্ট করিলেন মিসরীর
দিগকে ও ছাড়িলেন আমারদিগের বংশ । তাহাতে
২৮ লোকেরা দণ্ডবৎ করিয়া ভজনা করিল । পরে
যিশরাএলেরা প্রস্থান করিয়া করিল যে মত যিহুহা
আজ্ঞা করিয়াছিলেন মোশা ও আহারনকে ।
২৯ এই মত হইল সে মধ্যরাত্রিতে যিহুহা মারিয়া
ফেলিলেন মিসরের সমস্ত প্রথম জন্মিতেরদিগকে
সিংহাসনস্থ ফারোওার প্রথম জন্মিত হইতে
ওয়াখানার বন্দীর প্রথম জন্মিত পর্য্যন্ত এবং জন্তুর
৩০ সমস্ত প্রথম জন্মিত । এতদর্থে সে রাত্রি
ফারোওা ও তাহার চাকরেরা ও সমস্ত মিসরীরা
ওত্থান করিল ও বড় হাহাকার হইল সমস্ত মিসরে
একারন এ মত ঘর ছিল না যে তাহাতে এক মৃত
নেহ ।

৩১ অতএব মোশা ও আহারনকে রাত্রিতে ডাকিয়া
বলিল গুণ্থান করিয়া যাও আমার লোকেরদের
মধ্যে হইতে তোমরা ও য়িশরালের সন্তানেরা ও
৩২ সেবা কর যাইয়া য়িহুহার যেমত বলিয়াছ তোমার
দের মেষ ও গোত্তারদিগের পাল লইয়া যা যেমত
৩৩ বলিয়াছ শুভ কর ও বর দেহ আমাকে। মিচরীরা
ও অতি তাগাদা করিল সে লোকেরদিগকে শীঘ্র
করিয়া খেদাইয়া দিতে দেশ হইতে তাহারা
৩৪ ভাবিল আমরা সকলেই মৃতকল্প। তৎপরে সে
লোকেরা তাহারদের ছানা ময়দা খমির দেওনের
পূর্ব্বে তাহারদের কাটতে কাপড়ে বন্ধনে করিয়া
৩৫ স্কন্ধে করিয়া লইল। য়িশরালের সন্তানেরা
করিল মোশার বাক্যানুযায়ি তাহারা কর্জ্জ করিল
মিচরীরদিগ হইতে রূপা ও সোনার অলঙ্কার ও
৩৬ পরিচ্ছদ। এবং য়িহুহা অনুগ্রহ দেয়াইলেন সে
লোকেরদিগকে মিচরীরদের দৃষ্টে এতদর্থে তাহারা
কর্জ্জ দিল তাহারদিগকে তাহাতে তাহারা ক্ষেতি
করিল মিচরীরদিগের।

৩৭ য়িশরালের সন্তানেরা ভ্রমন করিল রংমসস
হইতে সখতে শিশুগন ছাড়া ছয় লক্ষ পুরুষ মানুষ
৩৮ পদব্রজে গতি করিল। নানান বর্নে অনেক
লোক ও তাহারদের সাতে একত্র হইয়া চলিল মেষ
ও গোত্তারদিগের পাল এবং অতি বিস্তার পশুগন।
৩৯ এবং তাহারা সে ছানা ময়দার বেখমির রুটি
সেকিল যাহা তাহারা আনিয়াছিল মিচর হইতে

তখন তাহাতে খমির দেওয়া হয় নাহি একারণ
তাহারা খেদানিয়া হইল ও তিষ্ঠিতে পারিল না
মিসরে তাহারা ও রান্ধিতে পারিল না আপনার
দের ভক্ষ্য।
৪০ য়িশরালের সন্তানেরদের বসতি যাবৎ বাস
৪১ করিল মিসরে চারি শত ত্রিশ বৎসর। এবং
চারিশত ত্রিশ বৎসরের অন্তে সেই দিনে য়িহুহার
৪২ সৈন্য প্রস্থান করিল মিসর দেশ হইতে। তাহার
দিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করণ
রাত্রি অতি প্রামান্য য়িহুহার কাছে তাহা য়িহুহার
রাত্রি যাহাতে য়িশরালের সমস্ত সন্তানের
প্রামান্য করনের জন্য তাহারদের পুরুষানুক্রমে।

৪৩ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশা ও আহারনকে এই
৪৪ পেশাক্কর বিধি তাহা বিদেশী খাইতে পারে না কিন্তু
লোকেরদের প্রতি দাস যাহারদিগকে ক্রয় করিয়া
আনিয়াছে তঙ্কা দিয়া তাহারদের তৃকচ্ছেদ হইলে
৪৫ ইহা খাইতে পারে বিদেশী ও মাহিন্দার চাকরেরা
৪৬ তাহা খাইতে পাইবেক না একই ঘরে খাইতে হবে
তোমরা বাহির করিও না কোন মাংস ঘর হইতে ও
৪৭ তাহার এক হাড় ও ভাঙ্গিও না য়িশরালের সমস্ত
৪৮ মণ্ডলি ইহা করুক। যদি বিদেশী বসতি করে
তোমারদের সাতে ও রক্ষা করিতে চাহে য়িহুহার
পেশাক্ক তবে তাহার সমস্ত পুরুষের তৃকচ্ছেদ হইলে
নিকটে আসুক ও রক্ষা করুক তাহা পরে সে হবে

সদেশীর মত একারন অতকচ্ছেদী তাহা খাইতে
৪৯ পারেক না একেই বিধি হবেক তাহারদিগকে যাহারা
সদেশ জাত ও বিদেশী যাহারা বসতি করে
৫০ তোমারদের সাঁতে। য়িশরালের সন্তানেরা
করিল যে মত য়িহুহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন মোশা ও
৫১ আহারনকে। এই মত হইল সে একেই দিনে য়িহুহা
বাহির করিয়া আনিলেন য়িশরালের সন্তানেরদিগকে
মিস্রর হইতে তাহরেদের সৈন্যানুযায়ি।

পর্ব্ব ১৩ পরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে এ কথা য়িশরালের
সন্তানেরদের মধ্যে সমস্ত প্রথম জন্মিত পবিত্র কর
আমার কারন মনুষ্যের ও জন্তুর সকলি আমার
হবেক।
৩ তৎপরে মোশা বলিল লোকেরদিগকে মনে রাখ
অদ্যকার দিবস যাহাতে তোমরা বাহির হইলা
মিস্রীর দাসত্বের ঘর হইতে য়িহুহা পরাক্রান্ত
হস্তেই বাহির করিলেন তোমারদিগকে এ স্থান
হইতে অতএব খমির যুক্ত রুটি খাইও না।
৪ আবিব মাসের এই দিবস তোমরা বাহির হইলা।
৫ যখন য়িহুহা আনেন তোমারদিগকে খনাঁয়নী ও
আমরী ও হ্বোঙ্গী ও য়িবসীরদের দেশে যাহা তিনি
কিরা করিয়া বলিয়াছেন তোমারদের পিতৃরদের কাছে
দিতে তোমারদিগকে যে দেশ মধু দুগ্ধে পূর্ণ তখন এই
৬ মাসে পালন কর এ ভজনা। সাত দিন খাও বেখমির
রুটি ও সপ্তম দিনে পর্ব্ব হবেক য়িহুহার কারন

৭ বেখমির রুটি খাইতে হবেক সাত দিন তখন
খমির যুক্ত রুটি থাকিবে না তোমারদের সর্ব্বত্রে ও
খমির দেখা যাবেক না তোমারদের সাতে।

৮ তোমরা কহ তোমারদের সন্তানেরদিগকে সে
দিবসে এ কার্য্য তাহার নিমিত্ত যাহা য়িহ্হা করিলেন
আমারদের কারন যখন বাহির হইয়া আসিলাম
৯ মিসর হইতে ইহা হবেক তোমারদের হস্তের চিহ্ন
ও তোমারদের দুই চক্ষের মধ্যে স্থলের নিদর্শন
তাহাতে য়িহ্হার বিধি হবেক তোমারদের মুখাগ্রে।
পরাক্রান্ত হস্তে য়িহ্হা বাহির করিলেন তোমার
১০ দিগকে মিসর হইতে অতএব তোমরা এ ব্যবস্থা
পালন কর বৎসর২ এই কালে।

১১ যখন য়িহ্হা আনেন তোমারদিগকে কনানীয়ের
দেশে যেমত তিনি কিরা করিলেন তোমারদের ও
তোমারদের পিতৃরদের কাছে ও দেন তাহা তোমার
১২ দিগকে তখন আলাদা কর য়িহ্হার কারণ সমস্ত
প্রথম জাত ও প্রতি জন্তুর প্রথম জাত যাহা তোমার
১৩ দের তাহার পুরুষ হবেক য়িহ্হার কিন্তু গাধার
প্রতি প্রথম জন্মিত বদল কর মেষের বাচ্চার
কারন যদি তাহা বদল না কর তবে তাহার ঘাড়
ভাঙ্গিয়া ফেল তোমারদের প্রথম জন্মিত সন্তান ও
বদল কর।

১৪ ইহার পরে যখন তোমার সন্তানেরা জিজ্ঞাসা
করে তোমারদিগকে কহিয়া এ কি তখন বল তাহার
দিগকে পরাক্রান্ত হস্তে য়িহ্হা বাহির করিলেন

১৫ আমারদিগকে মিসর দাসত্ব ঘর হইতে। এই মত
হইল যখন ফারোও অতিক্রমেতে ছাড়িয়া দিল
আমারদিগকে তখন য়িহূহা মারিয়া ফেলাইলেন
মিসরের সমস্ত প্রথম জাত মনুষ্য এবং পশুরদের
এতদর্থে আমিরা বলিদান করি য়িহূহার কাছে সমস্ত
প্রথম জাত পুরুষ কিন্তু আপনারদের সমস্ত প্রথম
১৬ সন্তান মুক্ত করি। ইহা হবেক তোমারদের
হস্তের চিহ্ন ও তোমারদের দুই চক্ষের মধ্যে স্মলের
নিদর্শন একারণ য়িহূহা পরাক্রান্ত হস্তে বাহির
করিলেন আমারদিগকে মিসর হইতে।

১৭ ফারোও সে লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বর
লইয়া গেলেন না তাহারদিগকে পলশতীরদের
দেশের পথে যাহা সান্নিধ্য ঈশ্বর ভাবিলেন
লোকেরা লড়াই দেখিয়া পাছে ফিরিয়া যাবে
১৮ মিসরে। অতএব ঈশ্বর পেঁচে গতি করাইলেন
সে লোকেরদিগকে অন্য দিগ দিয়া ওরাবি সমুদ্রের
বন পথে ও য়িশরালের সন্তানেরা সজ্জ হইয়া চলিল
১৯ মিসর ছাড়িয়া। মোশা য়ুশফের অস্থি সাতে
করিয়া লইল একারন তিনি কঠিন কিরা করাইয়া
ছিলেন য়িশরালের সন্তানেরদিগকে বলিয়া ঈশ্বর
অবশ্য দেখা দিবেন তোমারদিগকে তখন তোমরা
সাতে করিয়া লও আমার অস্থি এখান হইতে।
২০ পরে তাহারা সখত হইতে চলিয়া টোল

২১ ফেলাইল আতমে বনের ধারে। য়িহুহা তাহারদের
অগ্রগামি হইলেন দিবসে মেঘের স্তম্ভে তাহার
দের পথ দেখানের জন্য ও রাত্রি অগ্নির স্তম্ভে
আলো দিতে তাহারদিগকে এই রূপে দিবারাত্রি
২২ যাইবারে তিনি উঠাইয়া লইলেন না দিবসে মেঘের
থাম কিম্বা রাত্রি অগ্নির থাম সে লোকেরদের
সন্মুখ হইতে।

পর্ব্ব ১৪ পরে য়িহুহা কহিলেন মোশাকে এ কথা কহ
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে যে তাহারা ফিরিয়া
গেলে টোল ফেলায় পিহাক্কীরতের নিকট মগ্দল
ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে বাওল চফনের ওদিগে
৩ সমুদ্রের সান্নিধ্যে টোল ফেল ফারোঙা বলিবেক
য়িশরালের সন্তানেরদের বিষয় তাহারা ব্যস্ত
সমস্ত হইয়াছে দেশে বন তাহারদের পথ বন্ধ
৪ করিয়াছে আমি ও কঠিন করিব ফারোঙার
অন্তঃকরন তাহাতে সে তাহারদের পাছে২ আসিবে
আমি যশ পাইব ফারোঙা এবং তাহার সমস্ত
সৈন্যের ওপর তাহাতে মিসরীরা জানিবে যে আমি
য়িহুহা। তৎপরে তাহারা সেই মত করিল।

৫ তখন কহা গেল মিসরের রাজার কাছে যে লোকেরা
পলায়ন করিতেছে তাহাতে ফারোঙা ও তাহার চাকরের
দের অন্তঃকরন ফিরিল লোকেরদের বিপরিতে
এতদর্থে তাহারা বলিল আমরা কেন এমত করিয়াছি
যে ছাড়িয়া দিয়াছি য়িশরালের সন্তানেরদিগকে
৬ দাসত্ব হইতে। পরে সে তাহার রথ প্রস্তুত করিয়া

৭ লোকেরদিগকে সাতে লইল। সে লইল ছয়শত
উত্তম রথ মিসরের সমস্ত রথ ছাড়া ও প্রতি রথের
৮ সারথি করিল। তখন যিহুহা মিসরের রাজা
ফারোঔর অন্তঃকরন কঠিন করিলেন তাহাতে সে
খেদাইয়া গেল যিশরালের সন্তানেরদের পাছে২
যিশরালের সন্তানেরা ও পরাক্রান্ত হইয়া চলিল
৯ কিন্তু মিসরীরা খেদিল তাহারদের পাছে২ ফারোঔর
সমস্ত রথ ও ঘোড়া ও সোয়ার ও তাহার সৈন্যই ও
তাহারদের নিকট হইয়া দেখিল তাহারদের টোল
স্থানে সমুদ্রের সান্নিধ্য পিহাহীরতের নিকট বাওল
জফনের সন্মুখে।

১০ ফারোঔ সান্নিধ্য হইলে যিশরালের সন্তানেরা
চাহিয়া দেখিল যে মিসরীরা নিকট আসিতেছে
তাহারদের পাছে২ অতএব তাহারা ভীত হইল এবং
যিশরালের সন্তানেরা চেঁচাইয়া ডাকিল যিহুহার
১১ কাছে। এবং তাহারা বলিল মোশাকে বুঝি
মিসরে কবর নাহি সেকারন লইয়া যাইতেছ আমার
দিগকে বনে মরনের জন্য কেন এমত করিলা আমার
১২ দিগকে মিসর হইতে বাহির করিতে। আমরা
না বলিলাম তোমাকে মিসরে ছাড়িয়া দেহ আমার
দিগকে আমরা মিসরীরদের সেবা করি মিসরীর
দের সেবা করন বনে মারা যাওন হইতে অতি
ভাল।

১৩ তৎপরে মোশা বলিল সে লোকেরদিগকে ভয়
করিও না স্থির হও দেখ যিহুহার ত্রান যাহা তিনি

অদ্য দেখাইবেন তোমারদিগকে যে মিসরীরদিগকে
অদ্য দেখিলা তাহারদিগকে আর দেখিবা না।
১৪ তোমরা চুপ হইয়া রহ যিহুহা রন করিবেন
তোমারদের কারন।

১৫ যিহুহা বলিলেন মোশাকে কিমর্থে চেঁচাইতেছ
আমার কাছে আগে যাইতে কহ যিশরালের
১৬ সন্তানেরদিগকে কিন্তু তুমি ঊর্দ্ধ কর তোমার
আশাবাড়ি ও তোমার হস্ত বিস্তার কর সমুদ্রেরদিগে
এবং দুই ভাগ কর তাহা তখন যিশরালের সন্তানেরা
১৭ যাবেক শুষ্ক ভূমিতে সমুদ্রের মধ্য দিয়া। এবং
আমি আমিই কঠিন করিব মিসরীরদের অন্তঃকরন
তাহাতে তাহারদের পাছে২ যাবেক এবং আমি
নাম পাইব ফারোঙা ও তাহার সমস্ত সৈন্য
ও তাহার রথগান ও তাহার সোয়ারিরদের ঊপর।
১৮ তখন মিসরীরা জানিবেক যে আমি যিহুহা যখন
আমি নাম পাই ফারোঙা ও তাহার রথ ও
সোয়ারগনের ঊপর।

১৯ তৎপরে ঈশ্বরের দূত যে যাইতেছিল যিশরালের
সন্তানেরদিগের অগ্রে সেখান হইতে নড়িয়া
আইল তাহারদের পাছে এবং সে মেঘের থাম
তাহারদের সন্মুখ হইতে যাইয়া খাড়া হইল
২০ তাহারদের পশ্চাৎ। তখন মিসরী ও যিশরালের
দের সৈন্যরদের মধ্যেখানে আইল তাহাতে সে
স্তম্ভ হইল এক মেঘ ও অন্ধকার তাহারদিগকে
কিন্তু রাত্রিতে আলো দিল ইহারদিগকে তাহাতে এক

দল আর এক দলের নিকট আসিতে পারিল না
২১ সমস্ত রাত্রি। তখন মোশা তাহার হস্ত বিস্তার
করিল সমুদ্রেরদিগে ও য়িহুহা সেই রাত্রি সমুদ্র
ফিরাইয়া দিলেন পুরিয়া মহা বাতাসে তাহাতে জল
২২ দুই ভাগ হইল ও সমুদ্র শুষ্ক করিলেন। তৎপরে
য়িশরালের সন্তানেরা গতি করিল সমুদ্রের মধ্য
দিয়া এবং জল হইল তাহারদের প্রাচীর দক্ষিন ও
বামদিগে।

২৩ মিজরীরা ও ঘোদাইয়া গতি করিল তাহারদের
পশ্চাৎ সমুদ্রের মধ্য স্থলে ফারোতার সমস্ত ঘোড়া
২৪ ও রথ ও আসোয়ারি। তৎপরে এই মত হইল
প্রভাত হওনের প্রহরে য়িহুহা দৃষ্টি করিলেন মিজরীর
দের সৈন্যের ওপরে মেঘ ও অগ্নি স্তম্ভের মধ্য দিয়া
এবং দুস্থ দিলেন মিজরীরদের সৈন্যেরদিগকে
২৫ ও খসাইলেন তাহারদের রথের চাকা তাহাতে
তাহারদের চলন ভারি হইল তখন মিজরীরা
বলিল চল আমরা পলায়ন করি য়িশরালেরদের
সন্মুখ হইতে য়িহুহাই রন করিতেছেন তাহার
দের কারন মিজরীরদের বিপরিতে।

২৬ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে তোমার হস্ত
বিস্তার কর সমুদ্রের ওপরে তাহাতে জল আসিবেক
পুনর্ব্বার মিজরীরদের ওপরে তাহারদের রথ ও
২৭ তাহারদের সোয়ারেরদের ওপরে। তখন মোশা
তাহার হস্ত বিস্তার করিলেন সমুদ্রের ওপরে তাহাতে
সমুদ্র ফিরাইল তাহার স্রোতে তখন প্রভাত হইলে

মিজরীরা দৌড়িল সে স্রোতের দিগে এই মতে য়িহহা
সংহার করিলেন মিজরীরদিগকে সমুদ্রের
২৮ মধ্যে। জল ফিরিলই ও ঢাকিল তাহারদের
রথ ও তাহারদের সোয়ারগিন সমুদ্রের মধ্যে
ফারোওার সমস্ত সৈন্য যত লোক আসিয়াছিল
তাহারদের পাছে তাহারদের এক জন ও বক্রি রহিল
২৯ না। কিন্তু য়িশরালের সন্তানেরা পদব্রজে গতি
করিল শুষ্ক ভূমি দিয়া সমুদ্রের মধ্য স্থলে ও জল
৩০ প্রাচীর হইল তাহারদের দক্ষিন বাম দিগে। এই
মতে য়িহহা ত্রান করিলেন য়িশরালের সন্তানের
দিগকে মিজরীরদের হস্ত হইতে ও য়িশরালেরা
৩১ দেখিল মিজরীরদিগকে মৃত সমুদ্রের তীরে।
য়িশরালেরা দেখিল সে আশ্চর্য্য ক্রিয়া যাহা য়িহহা
করিলেন মিজরীরদের বিপরিতে এবং লোকেরা
ভয় করিল য়িহহাকে ও তাহারা আস্থা করিল য়িহহা
ও তাহার সেবক মোশাকে।

পর্ব্ব তখন মোশা ও য়িশরালের সন্তানেরা এক গীত
১৫ গাইল য়িহহার প্রতি ও কহিল এ কথা
য়িহহা পরাক্রম করিয়াছেন ঘোড়া ও সোয়ারি
ফেলাইয়া দিয়াছেন সমুদ্রের মধ্যে অতএব আমরা
২ গান করি তাহার কাছে। য়িহহা আমার জোর
ও স্তব্য তিনি এখন আমার ত্রান তিনি, আমার
প্রভু আমি প্রস্তুত করিব এক গৃহ তাহার কারন
আমার পিতার ঈশ্বর অতএব অত্যন্ত মহৎ করিব

৩ তাহাকে। যিহুহা আছেন যোদ্ধা যিহুহা তাহার
৪ নাম। তিনি ফেলাইয়া দিয়াছেন ফারোওার
রথ ও সৈন্যগনকে সমুদ্রের মধ্যে তাঁহার
পছন্দিত সেনাপতি ও ডুবিল ওরাবি সমুদ্রে।
৫ গভীর জলে ঢাকিল তাহারদিগকে তাহারা তলাইয়া
৬ পড়িল পুস্তরের মত। ও হে যিহুহা তোমার
দক্ষিন হস্ত পৌরুষ যুক্ত প্রাদুর্ভবে তোমার দক্ষিন
হস্ত ও হে যিহুহা চূর্ন করিয়াছে শত্রুগনকে।
৭ তোমার অনেক মহত্ত্বতায় নষ্ট করিয়াছ তাহার
দিগকে যাহারা উত্থান করিল তোমার বিপরিতে
তুমি পাঠাইয়া দিলা তোমার ক্রোধ যে সংহার
৮ করিল তাহারদিগকে নাড়ার মত এবং তোমার
নিশ্বাস দিয়া জল রাইস হইল সে অস্থির
বস্তু স্থির হইল রাশীর মত গভীর জল জমিল
৯ সমুদ্রের হৃদে। শত্রু বলিল আমি খেদাইব
ধরিব লুট ভাগ করিব তবে আমার লোভ
পূর্ন হইবেক তাহারদিগেতে আমি খুলিব আমার
তলোয়ার আমার হস্তে সংহার করিবেক
১০ তাহারদিগকে তুমি তোমার বাতাসে বহাইলে
সমুদ্র ঢাকিল তাহারদিগকে তাহারা তলাইয়া
১১ গেল শিসার মত মহা দহের মধ্যে। কেতা
তোমার তুল্য আরে যিহুহা দেবতার মধ্যে কে
তোমার তুল্য বীর্য্যে তেজস্কর মহিমায় ভয়ানক
১২ আশ্চর্য্য কর্ত্তা। তুমি বিস্তার করিলা তোমার
দক্ষিন হস্ত পৃথিবী গ্রাস করিল তাহারদিগকে।

১৩ তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইলা লোকেরদিগকে
যাহারদিগকে খালাস করিয়াছিল। তোমার পরাক্রমে
১৪ পথ দেখাইয়াছ তোমার পবিত্র গৃহে। লোকেরা
শুনিয়া ভয় পাইবেক দুঃখ আক্রমন করিবেক
১৫ পালেশতির গৃহস্থ। তখন আদোমের রাজা
চমকিত হইবেক মোয়াবের শক্তিমন্ত মনুষ্যেরা
কম্পমান হইবেক খনাঁয়নের সমস্ত বাসীরা গলিয়া
১৬ যাবেক। ভয় এবং শঙ্কা পড়িবেক তাহারদের
উপরে তোমার বাহুর বলেতে তাহারা নিরব হবেক
পাষানের মত যাবৎ তোমার লোকেরা পার হয়
ওরে যিহুহা যাবৎ তোমার লোকেরা পার হয়
১৭ যাহারদিগকে তুমি কিনিয়াছ তুমি তাহারদিগকে
তাহার মধ্যে আনিয়া রোপন করিবা তোমার
মিরাসের পর্ব্বতে সে স্থানে ওরে যিহুহা যাহা
তুমি করিয়াছ তোমার স্থিতির কারন সে পবিত্র স্থল
ওরে ঈশ্বর যাহা তোমার হস্ত স্থাপন করিয়াছে।
১৮ যিহুহা কর্ত্তৃত্ব করিবেন সদা সর্ব্বস্থানে। ফারোউর
১৯ ঘোড়া তাহার ভিতরে গেল তাহার রথ ও সোয়ার
সুদ্ধা সমুদ্রের মধ্যে এবং যিহুহা আনিলেন জল
পুনর্ব্বার তাহারদের উপরে কিন্তু যিশরালের
সন্তানেরা গতি করিল শুষ্ক ভূমিতে সমুদ্রের মধ্যে
দিয়া।

২০ মিরিয়াম ভবিষ্যত বক্তা আহারনের ভগিনী
তবল হাতে করিয়া লইল ও সমস্ত মাইয়া
মানুষেরা তবল হাতে করিয়া নাচিতেং গতি করিল

২১ তাঁহার পাছে২। মারিয়াম তাহারদের দোহার দিল
এখনে যিহুহা পরাস্ত করিয়াছেন প্রাদুর্ভব করিয়া
ঘোড়া ও সোয়ার ফেলাইয়াছেন সমুদ্রে অতএব
গান কর তাঁহার কাছে।

২২ তখন মোশা আনিল যিশরালের সন্তানেরদিগকে
ওরাবি সমুদ্র হইতে ও তাহারা সকলেই চলিল
শোর অরন্যে এবং তিন দিবস বন পথে
২৩ গতি করিলে জল পাইল না পরে মারায় পোঁছিলে
তিক্তের কারন মারার জল পীতে পারিল না
২৪ তাহাতে সে স্থানের নাম রাখিল মারা। এতদর্থে
লোকেরা বচসা করিতে লাগিল মোশার বিপরিতে
২৫ বলিয়া আমরা কি পান করিব। তৎপরে সে
যিহুহার কাছে প্রার্থনা করিলে যিহুহা দেখাইলেন
তাহাকে এক গাছ যাহা জলে ফেলাইলে জল
২৬ মিষ্ট হইল। তিনি সে স্থানে করিলেন তাহার
দের কারন এক ব্যবহার ও বিধি ও সেখানে তিনি
পরখাইলেন তাহারদিগকে ও বলিলেন যদি
যত্ন পূর্ব্বক মান তোমারদের ঈশ্বর যিহুহার
বাক্য ও কর তাহা যাহা প্রকৃত তাঁহার দৃষ্টে ও শুন
তাঁহার আজ্ঞা ও রক্ষা কর তাহার সমস্ত ব্যবস্থা
তবে আমি দিব না তোমারদিগকে কোন অসুস্থ
যাহা দিয়াছিলাম মিসরীরদের উপরে একারন
আমি যিহুহা তোমারদের সুস্থ কর্ত্তা।

২৭ পরে তাহারা আসিল আইলমে যে স্থানে বারোটা

জলের কূপ ও সত্তরিটা খজুর গাছ এবং তাহারা টোল ফেলাইল সে স্থানে জলের সান্নিধ্য ।

পর্ব্ব ১৬

যিশরালের সন্তানেরদের সমস্ত মণ্ডলি মিসর ছাড়নের দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশম দিবসে ভ্রমন করিয়া আসিল আইলম হইতে সীন অরণ্যে
২ যাহা আইলম ও সীনীর মধ্য স্থলে । যিশরালের সন্তানেরদের সমস্ত মণ্ডলি বচসা করিল মোশা ও
৩ আহারনের বিপরিতে অরণ্যের মধ্যে । যিশরালের সন্তান বলিল তাহারদিগকে আহা যদি আমরা মরিতাম মিসরে যিহহার হাতে যখন আমরা বসিয়াছিলাম মাংসের হাঁড়ির নিকটে ও যখন আমরা ওদর পুরিয়া ভোজন করিলাম দেখ তোমরা আনিয়াছ আমারদের সমস্ত সভাকে ক্ষুধায় হত্যা করিতে অরণ্যের মধ্যে ।
৪ তৎপরে যিহহা বলিলেন মোশাকে দেখ আমি স্বর্গ হইতে ভক্ষ্য বর্ষাইব তোমারদের কারন ও লোকেরা যাইয়া পৃতি দিন সেই মত কুড়াইয়া আনুক যেন আমি তাহারদের পরিক্ষা লই তাহারা আমার
৫ বিধানে চলিবে কি না । এই মত হইবেক যষ্ঠম দিনে তাহারা কুড়াইয়া প্রস্তুত করুক এবং তাহা হইবে তাহারদের নিত্য নিয়মিতের দ্বিগুন ।
৬ অতএব মোশা এবং আহারন বলিল যিশরালের সমস্ত সন্তানেরদিগকে সায়ং কাল হইলে তোমরা জানিবা যে যিহহা বাহির করিয়া আনিলেন তোমারদিগকে
৭ মিসর হইতে ও প্রাতে তোমরা দেখিবা যিহহার তেজ

একারন তিনি শুনিলেন তোমারদের কুৎচি যাহা করিতেছ
৮ আমারদের বিপরিতে। এবং মোশা বলিল য়িহুহা
সায়ং কালে দিবেন তোমারদিগকে মাংস ভোজন
করিতে ও প্রাতে ওদর পুরা ভক্ষ্য য়িহুহা
শুনিতেছেন তোমারদের কুৎচ যাহা তোমরা করিতেছ
তাহার বিপরিতে আমরা কি তোমারদের কুৎচি
আমারদের বিপরিতে নহে কিন্তু য়িহুহার।
৯ তখন মোশা বলিল আহারনকে বল সমস্ত
য়িশরালের সন্তানেরদের মণ্ডলিকে নিকটে আইস
য়িহুহার সাখ্যাৎ তিনিই শুনিয়াছেন তোমার
১০ দের কুৎচি। আহারন য়িশরালের সন্তানের
দের সমস্ত মণ্ডলিকে বলিতে২ তাহারা দৃষ্টি করিয়া
দেখিল অরন্যেরদিগে ও দেখ য়িহুহার তেজ
প্রকাশ হইল মেঘে।
১১ এবং য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে আমি
১২ শুনিয়াছি য়িশরালের সন্তানেরদের কুৎচি বল
তাহারদিগকে সায়ংকালে তোমরা মাংস খাইবা
ও প্রাতে ভক্ষ্যে পূর্ন হইবা তাহাতে তোমরা জানিবা
১৩ যে আমি য়িহুহা তোমারদের ঈশ্বর। এই মত
হইল সায়ংকালে ভাঁটই পক্ষীরা আসিয়া সৈন্য
স্থলে পড়িয়া আচ্ছাদন করিল ও প্রাতে শিশীর পড়িল
১৪ সৈন্যের চারিদিকে। এবং শিশীর পড়িয়া গেলে
দেখ অরন্যের ওপর ক্ষুদ্র২ গোল২ বস্তু পালার মত
১৫ ক্ষুদ্র২ মৃত্তিকার ওপরে। এবং য়িশরালের
সন্তানেরা তাহা দেখিয়া জানিল না সে কি বস্তু

অতএব পরস্পর বলিল এ আছে মান । তখন মোশা
বলিল তাহারদিগকে এই সে ভক্ষ্য যাহা য়িহহা
দিয়াছেন তোমারদিগকে ভোজন করিতে ।
১৬ এই সে কথা যাহা য়িহহা আজ্ঞা করিয়াছেন
প্রতি জন কুড়াওক তাহা তাহার খোরাকানুযায়ি এক
ওঁমর একং জন তোমারদের প্রাণীরদের গণনা
নুযায়ি প্রতি জন লইয়া যাওক তাহারদের কারন
১৭ যাহারা আছে টোলে । য়িশরালের সন্তানেরা তাহা
১৮ করিল ও কুড়াইল কেহ বিস্তর কেহ অল্প পরে তাহারা
ওঁমর করিয়া মাপিল তাহাতে যে বিস্তর কুড়াইল
সে অধিক পাইল না ও যে অল্প কুড়াইল সে ও কমি
পাইল না তাহারা সকলে কুড়াইয়াছিল তাহারদের
১৯ খোরাকানুযায়ি । পরে মোশা বলিল তাহারদিগকে
কোন কেহ ইহার কিছু বক্রি রাখুক না প্রাতকাল
২০ পর্য্যন্ত । তত্রাপি তাহারা মানিল না মোশার কথা
কিন্তু কেহং বক্রি রাখিল তাহারদের ঘরে
প্রাতকাল পর্য্যন্ত ও তাহাতে কীট এ দুর্গন্ধ
হইল অতএব মোশা ক্রোধিত ছিলেন তাহার ওপর ।
২১ প্রতি প্রাতে তাহারা কুড়ায় প্রতি মানুষ তাহার
খোরাকানুযায়ি ও রৌদ্র প্রচণ্ড হইতেং তাহা
গলিয়া যায় ।
২২ ষষ্ঠম দিনে তাহারা দিগুন ভক্ষ্য কুড়াইল
একং মানুষের কারন দুইং ওঁমর এবং
সে মণ্ডলিরদের সমস্ত অধ্যক্ষ যাইয়া বলিল

২৩ মোশাকে। তাহাতে সে বলিল তাহারদিগকে এ সেই
যাহা য়িহুহা বলিয়াছেন কল্য হবেক য়িহুহার পবিত্র
শাবতের বিশ্রম অদ্য তোমরা সেঁকিয়া লও যাহা
তোমারদের সেঁকিতে হয় এবং সিদ্ধ কর যাহা
তোমারদের সিদ্ধ করিতে হয় ও যাহা অতিরিক্ত
থাকে তাহা রাখহ আপনারদের কারন প্রাতকাল
২৪ পর্য্যন্ত। ও তাহারা রাখিল প্রাতকাল পর্য্যন্ত
যে মত মোশা আজ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু তাহা
দুর্গন্ধ হইল না ও কোন কীট হইল না তাহার
২৫ মধ্যে। তৎপরে মোশা বলিল ইহা অদ্য খাও
অদ্যই য়িহুহার শাবতের বিশ্রম অদ্য মাঠে
২৬ পাইবা না ছয় দিন কুড়াইও কিন্তু সপ্তম
দিনে শাবত তাহাতে তোমরা কিছু পাইবা না।
২৭ এই মত হইল কোন২ লোক কুড়াইতে গেল
২৮ সপ্তম দিনে কিন্তু কিছুই পাইল না। পরে
য়িহুহা বলিলেন মোশাকে কত কাল আমার
আজ্ঞা এবং বিধি রক্ষা করিতে হেয়জ্ঞান কর।
২৯ দেখ য়িহুহা দিয়াছেন তোমারদিগকে শাবত
সে কারন তিনি ষষ্ঠম দিনে দিলেন তোমারদিগকে
দুই দিনের ভক্ষ্য অতএব থাকহ প্রতি মনুষ্য
আপনার স্থানে কোন মানুষ বাহির হইয়া যাউক না
৩০ সপ্তম দিনে। তখন লোকেরা বিশ্রম করিল
৩১ সপ্তম দিনে। য়িশরালের সন্তানেরা তাহার নাম
রাখিল মান তাহা ধনিয়ার বীজের ন্যায় ধলা
এবং আস্বাদ মধু মিশ্রিত রুটির ন্যায়।

৩২ তৎপরে মোশা বলিলেন এ সেই কথা যাহা
য়িহহা আজ্ঞা করিলেন ওমর মানেক পূরিয়া রাখহ
তোমারদের সন্তানেরদের কারন যাহাতে তাহারা
দেখিবেক এ ভক্ষ্য যাহা আমি খাইতে দিলাম তোমার
দিগিকে অরন্যের মধ্যে যখন বাহির করিয়া
৩৩ আনিলাম তোমারদিগিকে মিছর হইতে। তখন
মোশা বলিল আহারনকে পাত্রে করিয়া এক
ওমর মান রাখিও য়িহহার সাখ্যাৎ তোমারদের
৩৪ সন্তানেরদের দেখনের জন্য যেমত য়িহহা আজ্ঞা
দিলেন মোশাকে সেই মত আহারন থুইল
৩৫ তাহা সাক্ষীর সন্মুখে রাখিতে। য়িশরালের
সন্তানেরা খাইল মান চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত যাবৎ
পর্য্যন্ত না আইল মনুষ্যালয় তাহারা খাইল মান
৩৬ যাবৎ তাহারা না আইল খনাঁয়েনের সীমানায়। এক
ওমর এফার দশাংশ।

পর্ব্ব য়িশরালের সন্তানেরদের সমস্ত মণ্ডলি সীন
১৭ অরন্য হইতে চলিল মনজিলে মনজিলে য়িহহার
আজ্ঞানুযায়ি এবং চৌন ফেলাইল রফিদিমে
সে স্থানে লোকেরদের পান করনের জল ছিল
২ না। এতদর্থে লোকেরা অনুযোগ করিল মোশাকে
ও বলিল জল দেহ আমারদের পীবারকারন।
মোশা বলিল তাহারদিগিকে কেন তোমরা অনুযোগ
কর আমাকে ও কিমর্থে পরখ কর য়িহহাকে।
৩ এবং সে লোকেরদের তৃষ্ণা হইল সে স্থানে

জলের কারন ও তাহারা কচ্কচি করিল মোশার সহিত
ও বলিল কিমর্থে আনিয়াছ আমারদিগকে মিস্র
হইতে তৃষ্ণায় মারিতে ও আমারদিগকে ও আমারদের
৪ শিশু ও পশুরদিগকে। তখন মোশা নিবেদন করিল
য়িহুহার কাছে বলিয়া আমি কি করিব এ লোকের
দিগকে তাহারা প্রায় প্রস্তুত পাথর মারিতে আমাকে।
৫ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে য়িশরালের
সন্তানেরদের প্রাচীনেরদিগকে সাতে করিয়া লও
এবং সে আসাবাড়ি যাহা দিয়া নদীর উপর বাড়ি
মারিলা তাহা লইয়া সে লোকেরদিগের সন্মুখে
৬ যাও দেখ আমি উঠাইব সে স্থানে হোরবের
শিখরের উপর এবং তুমি সে আসাবাড়ি ফেলিয়া
মার পাথর স্থলে তাহাতে জল বাহির হবেক সে স্থান
হইতে ও লোকেরা পান করিতে পাবেক। পরে মোশা
তাহা করিল য়িশরালেরদের প্রাচীনেরদের সন্মুখে।
৭ তিনি সে স্থানের নাম রাখিলেন মাসা ও মরিবা
য়িশরালের সন্তানেরদের অনুযোগ করনের কারন
এবং য়িহুহার পরিক্ষা লওনার্থে কহিয়া য়িহুহা
আমারদের সাতে আছেন কি না।

৮ তখন উমলক লোকেরা আসিয়া রন করিল
৯ য়িশরালেরদের সহিত রফিদেমে। এবং মোশা
বলিল য়িহশুয়াঁকে বাছিয়া২ লোক বাহির কর ও
লইয়া রন করহ উমলকের সহিত কল্য আমি
ভগবানের আসাবাড়ি হাতে করিয়া উঠাইব

১০ পর্ব্বতের ওপরে। তৎপরে য়িহশুয়াঁ করিল
যে মত মোশা বলিয়াছিল তাহাকে ও রণ করিল
ওমলকের সহিত এবং মোশা ও আহারণ ও হুর
১১ গতি করিল পর্ব্বতের শৃঙ্গে। এই মত হইল
যখন মোশা তাহার হাত ওঠ করেন তখন
য়িশরালেরা জিনে ও যখন তাহার হাত নামান তখন
১২ ওমলকেরা জিনে। কিন্তু মোশার হাত ভারি
হইল অতএব তাহারা এক খান পাথর লইয়া দিল
তাহার নিচে তাহাতে বসিল তাহার ওপরে এবং
আহারন ও হুর ওঠ করিয়া রাখিল তাহার হাত
এক জন এক দিগে আর এক জন আর এক
দিগে ও তাহার হাত সুস্থির হইল সূর্য্য অস্ত
১৩ যাওন পর্য্যন্ত। এবং য়িহশুয়াঁ পরাস্ত করিল
১৪ ওমলকীরদিগকে তলোয়ারের ধারে। তৎপরে
য়িহহা বলিলেন মোশাকে ইহা কেতাবে লেখ
স্মরনার্থে ও আরবার পড় তাহা য়িহশুয়াঁর শ্রবণে
একারন আমি অবশ্য কাটিয়া ফেলাইব ওমলকের
১৫ নাম স্বর্গের নিচে হইতে। তখন মোশা এক যজ্ঞ কুণ্ড
করিল ও তাহার নাম রাখিল য়িহহা আমার
১৬ ধ্বজ। সে বলিল য়িহহা তাহার সিংহাসনের
ওপরে হাত ওঠাইয়া কিরা করিয়াছেন যে য়িহহা
যুদ্ধ করাইবেন ওমলকের সহিত সন্তানানুক্রমে।

পর্ব্ব যখন মোশার শ্বশুর মদীনের যাজক য়িত্রো সে
১৮ সমস্ত শুনিল যাহা, ঈশ্বর করিয়াছিলেন মোশার

কারন ও তাহার য়িশরাল লোকের কারন য়িহহা
কেমন বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন য়িশরালের
২ দিগকে মিজর হইতে। তখন মোশা তাহার জায়া
চপরাকে ফের পাঠাইয়া দেওনের পরে তাহার শ্বশুর
য়িত্রো তাহাকে ও তাহার দুই পুত্র সাতে করিয়া
৩ লইল। তাহারদের এক জনের নাম গর্শম একারন সে
৪ বলিল আমি বিদেশিস্থ বেগানা অন্যের নাম আলি
যেঁজর একারন আমার পিতার প্রভু আমার পৃষ্ঠপূরক
হইয়া ছাড়াইয়াছেন আমাকে ফারোঔর তলোয়ার
৫ হইতে। মোশার শ্বশুর য়িত্রো মোশার পুত্র ও
জায়াই সাতে করিয়া আইল মোশার কাছে অরন্যের
মধ্যে যে স্থানে টোল ফেলাইয়াছিল ঈশ্বরের
৬ পর্ব্বতের কাছে। ও সে বলিল মোশাকে আমি
তোমার শ্বশুর য়িত্রো আসিয়াছি তোমার কাছে
তোমার জায়া ও দুই পুত্র সহিত করিয়া।
৭ তখন মোশা বাহিরে গেল তাহার শ্বশুরের সহিৎ
সাখ্যাৎ করিতে এবং প্রনাম করিয়া চুম্বন করিল
তাহাকে ও তাহারা পরস্পর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া
৮ আইল টোলে। তৎপরে মোশা কহিল তাহার
শ্বশুরকে যে সমস্ত য়িহহা করিলেন ফারোঔ ও
মিজরীর দিগকে য়িশরালেরদেরার্থে ও তাহারদের
যে সমস্ত আপদ হইল পথে ও কি মতে য়িহহা
৯ ছাড়াইয়াছিলেন তাহারদিগকে। এবং যে সমস্ত
করিয়াছিলেন য়িশরালের সন্তানেরদিগকে যাহার

দিগেকে তিনি ছাড়াইয়াছিলেন মিজরীরদের হাত
১০ হইতে। তখন যিত্রো তাহা শুনিলে আনন্দিত হইল।
হইতে য়িত্রো বলিল জয়ং হওক য়িহ্বহার যিনি
ছাড়াইয়াছেন তোমারদিগেকে মিজরীর ও ফারেওঁর
হাত হইতে যিনি ছাড়াইলেন এ লোকেরদিগেকে
১১ মিজরীরদের হাতের নিচে হইতে এখন আমি
জানি য়িহ্বহা অতি বড় সমস্ত দেবগন হইতে একারন
তাহারদের অতি অহংকৃত ক্রিয়াতে তিনি তাহারদের
১২ ওপরে। পরে মোশার শ্বশুর য়িত্রো আহুতি লইয়া
বলিদান করিল ঈশ্বরের কারন তাহাতে আহারন
ও য়িশ্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনেরা আইল ভোজন
করিতে মোশার শ্বশুরের সহিত ঈশ্বরের সন্মুখে।
১৩ পর দিনে মোশা বসিল লোকেরদিগের বিচার
করিতে লোকেরা ডাণ্ডাইল মোশার সাক্ষাৎ
১৪ প্রাতকালাবদি সায়ংকাল পর্য্যন্ত। মোশার
শ্বশুর সে সমস্ত যাহা মোশা করিল লোকের
দিগেকে দেখিয়া বলিল এ কি কার্য্য যাহা
করিতেছ লোকেরদের সহিত কি কারন একা
বসিতেছ ও সমস্ত লোকেরা ডাণ্ডাইয়া থাকে
তোমার কাছে প্রাতকালাবদি সায়ংকাল পর্য্যন্ত।
১৫ মোশা বলিল তাহার শ্বশুরকে লোকেরা আইসে
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে ঈশ্বরের বিষয়
১৬ তাহারদের কোন বিষয় হইলেই তাহারা আইসে
আমার কাছে এবং আমি তাহারদের বিচার
করি ও জানাই তাহারদিগেকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা

১৭ ও বিধি। তখন মোশার শ্বশুর বলিল
তাহাকে যাহা করিতেছ তাহা ভাল নহে।
১৮ তুমি নিতান্ত নিস্কর্ম্মা হইবা তুমি ও এ লোকেরা
তোমার সাতে এ কার্য্য অতিই ভারি তুমি
১৯ একা ইহা করিতে পার না এখন আমার
কথা মান আমি পরামর্শ দিব তোমাকে তাহাতে
ঈশ্বর হইবেন তোমার সাতে। তুমি হও
লোকেরদের পক্ষে ঈশ্বরেরদিগে তাহাতে তুমি বল
২০ তাহারদের কথা ঈশ্বরের কাছে এবং শিক্ষা
করাও তাহারদিগকে ব্যবস্থা ও বিধি ও দেখাও
তাহারদিগকে সে পথ যাহাতে তাহারা অবশ্য গতি
২১ করিবেক তুমি লোকেরদিগ হইতে গুণযুক্ত
মনুষ্য যাহারা ভয় করে ঈশ্বরকে সত্যবাদী
লোভ ঘৃনক লোককে বাছিয়া নিযুক্ত কর তাহার
দের ওপর হাজারের কর্ত্তা শতের কর্ত্তা পঞ্চাশের
২২ কর্ত্তা তাহারা লোকেরদের বিচার করুক
সবত এবং প্রতি বড় মকদ্দমা আনুক তোমার
কাছে ও প্রতি ক্ষুদ্র কথা তাহারা বিচার করুক
তাহাতে ক্রিয়া হবেক সাহত্য তোমার কারন
২৩ ও তাহারা ভারাক্রান্ত হইবেক তোমার সাহত যদি
তুমি ইহা কর ও ঈশ্বর এই মত আজ্ঞা দেন
তোমাকে তবে হইবা কর্ম্মক্ষম এবং এ সকল
২৪ লোকেরা সচ্ছন্দে যাবেক তাহারদের স্থানে। অতএব
মোশা মানিল তাহার শ্বশুরের কথা ও সে সমস্ত
২৫ করিল যাহা বলিয়াছিল তাহাকে। মোশা

উপযুক্ত মনুষ্য য়িশরালেরদিগ হইতে বাছিয়া
করিল লোকেরদের সরদার হাজারের কর্ত্তা
ও শতের কর্ত্তা ও পঞ্চাশের কর্ত্তা ও দশের
২৬ কর্ত্তা তৎপরে তাহারা লোকেরদের বিচার
করিল সদত তাহারা কঠিন কথা আনে মোশার
কাছে কিন্তু ক্ষুদ্র কথা আপনারা বিচার করে।
২৭ তৎপরে তাহার শ্বশুরকে বিদায় করিয়া সে গেল
তাহার আপনার দেশে।

পর্ব্ব ১৯ য়িশরালের সন্তানেরা মিসর হইতে বাহির হওনের
পরে তৃতীয় মাসে সেই দিনে তাহারা আইল সীনী
২ অরণ্যে। তাহারদের গমন হইল রফিদয
হইতে সীনী অরণ্যতে ও য়িশরালেরা সেই
অরণ্যে টোল ফেলাইল পর্ব্বতের সন্মুখে। তৎপরে
৩ মোশা ঊর্দ্ধে গতি করিলেন ঈশ্বরের কাছে এবং
য়িহহা তাহাকে পর্ব্বত থাকিয়া ডাকিয়া কহিলেন
এ কথা কহ যাঁকুবের পরিজনেরদিগকে ও বলিয়া
৪ দিও য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তোমরা দেখিয়াছ
যাহা আমি করিলাম মিসরীরদিগকে কি মতে আমি
বহিলাম তোমারদিগকে গৃধ্রের পাখা দিয়া ও
৫ আনিলাম তোমারদিগকে আপনার কাছে। অতএব
এখন যদি তোমরা মান আমার কথা ও নিতান্ত
রক্ষা কর আমার বন্দোবস্ত তবে তোমরা হইবা
আমার নিজ লোক আর২ সকলের ওপরে এ কারণ
৬ সমস্ত পৃথিবী আমার তোমরা হবা আমার এক

যাজকীয় রাজ্য ও পবিত্র বর্গ এ কথা তোমার বলিতে হয় য়িশরালের সন্তানদিগকে।

৭ তৎপরে মোশা আসিয়া ডাকিল লোকেরদের প্রাচীনেরদিগকে ও তাহারদের সাক্ষাৎ প্রচার করিল সে সমস্ত কথা যাহা য়িহুহা আজ্ঞা
৮ করিয়াছিলেন তাহাকে। তখন সমস্ত লোকেরা একত্র হইয়া প্রত্যুত্তর করিল ও বলিল যাহা য়িহুহা কহেন সে সকল আমরা করিব। পরে মোশা লোকেরদের কথা ফের বলিল য়িহুহার কাছে।
৯ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে দেখ আমি আসিব তোমার কাছে ঘন মেঘে তাহাতে আমি কথা কহিয়া তোমার সাতে লোকেরা সদাকাল আস্থা করিবে তোমাকে। মোশা বলিল লোকেরদের কথা য়িহুহার কাছে।

১০ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে লোকেরদের কাছে যাইয়া অদ্য ও কল্য পবিত্র কর তাহার
১১ দিগকে বস্ত্র ও ধৌত করুক এবং প্রস্তুত হও তৃতীয় দিনে তৃতীয় দিনেই য়িহুহা নামিবেন সমস্ত লোকেরদের গোচরে সীনী পর্ব্বতের ওপরে
১২ তুমি ও চতুর্দ্দিগে বেড়া দেহ লোকেরদের কারন ও বল তাহারদিগকে সাবধান পর্ব্বতের ওপর যাইও না কিম্বা তাহার কিনারা ও স্পর্শ করিও না যে কেহ স্পর্শ করে পর্ব্বত নিতান্তই বধ করা হবেক
১৩ কোন হস্ত তাহা স্পর্শ করুক না করিলে নিতান্তই তলোয়ার কিম্বা বানে বিদ্ধিত হবেক পশু কি মানুষ

হওক তাহা বাঁচিবেক না তুরি দীর্ঘকাল বাজিলে
তাহারা ওঠিবেক পর্ব্বতে।
১৪ তৎপরে মোশা পর্ব্বত হইতে নামিয়া গেল
লোকেরদের কাছে ও পবিত্র করিল লোকের
১৫ দিগকে তাহারা ও বস্ত্র ধৌত করিল সে বলিল
লোকেরদিগকে প্রস্তুত হও তৃতীয় দিনের কারন স্ত্রী
১৬ সংসর্গ করিও না। তৃতীয় দিনের প্রাতে সে স্থানে
হইল বিদ্যুত ও সন্ধ্যাগর্জ্জন ও ঘন মেঘ পর্ব্বতের
ওপরে ও তুরির বাজন অত্যন্ত বৃহত তখন সমস্ত
১৭ লোকেরা টোলের মধ্যে কম্পিৎ হইল। কিন্তু মোশা
সে লোকেরদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন টোল
হইতে ঈশ্বরের সহিত দেখা করাইতে ও তাহারা
১৮ ডাণ্ডাইল পর্ব্বতের নিচে। তখন সীনী পর্ব্বত
সমস্ত ধূমাকার হইল একারন য়িহুহা নামিলেন সে
স্থানে অগ্নির মধ্যে এবং তাহার ধূমা ওঠিল
আথার ন্যায় সমস্ত পর্ব্বত ও কম্পিত হইল।
১৯ যখন তুরি দীর্ঘ শব্দে বাজিল ও অতি বৃদ্ধি হইতে
লাগিল তখন মোশা কথা কহিল এবং ঈশ্বর রব
২০ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন তাহাকে। তখন য়িহুহা
নামিলেন সীনী পর্ব্বতের ওপর পর্ব্বতের শৃঙ্গের
ওপরেই এবং য়িহুহা মোশাকে ডাকিলেন আপনার
কাছে পর্ব্বতের শৃঙ্গের ওপর তখন মোশা ঊর্দ্ধে
২১ গতি করিল। তৎপরে য়িহুহা বলিলেন মোশাকে
নিচে যাইয়া অনুমতি দেহ লোকেরদিগকে কি জানি
যদি তাহারা ভাঙ্গে য়িহুহাকে দেখনের কারন এবং

২২ অনেকে হত্যা হয় । য়িহ্বহার নিকটস্থ যাজকেরা ও
পবিত্র হওক নতুবা য়িহ্বহা ভাঙ্গিবেন তাহারদের
২৩ ওপরে। মোশা বলিল য়িহ্বহাকে লোকেরা ওঠিতে
পারে না সীনৗ পর্ব্বতে তুমি এ অনুমতি দিয়াছ
আমারদিগকে বেড়া দেহ পর্ব্বতের চারিদিগে ও
২৪ পবিত্র কর তাহা। তৎপরে য়িহ্বহা বলিলেন তাহাকে
নিচে নাম যাইয়া পরে তুমি ওপরে আইস তুমি ও
আহারন তোমার সাতে কিন্তু যাজকেরা যেন
বেড়া ভাগে না য়িহ্বহার কাছে আসিতে নতুবা
২৫ তিনি ভঙ্গন দিবেন তাহারদিগের ওপরে । অতএব
মোশা নামিয়া গেলেন লোকেরদের কাছে ও
কথা কহিলেন তাহারদের সহিত ।

পর্ব্ব ২০ এবং ঈশ্বর এই সমস্ত কথা কহিলেন আমি
য়িহ্বহা তোমার ঈশ্বর যে আনিলাম তোমারদিগকে
৩ মিসর দেশ হইতে দাসত্ব ঘর হইতেই তোমারদের
৪ আর কোন ঈশ্বর হওক না আমার গোচরে । নির্ম্মান
করিও না তোমার কারন কোন খোদকারি প্রতিমা
কিম্বা ওর্দ্ধীয় স্বর্গের কি অধীয় পৃথিবীর
কি পৃথিবীর মধ্যের জলের বস্তুর মত কোন
৫ মূর্ত্তি প্রনাম করিও না তাহারদিগকে ও সেবা
করিও না তাহারদের আমি য়িহ্বহা তোমার ঈশ্বর
ক্ষুন্ন প্রভুই পিতৃর অযথার্থের দণ্ড ভোগ করাই
পুত্রের ওপর তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা
৬ কষ্ট করে আমাকে এবং ক্ষমা করি তাহারদের

২০ বিংশতীয় পর্ব্ব যাত্রা।——

সহস্র বধি সন্তানকে যাহারা প্রেম করে আমাকে
৭ ও রক্ষা করে আমার আজ্ঞা। অনর্থ লইও না
যিহুহা তোমার ঈশ্বরের নাম যিহুহাই তাহাকে
নিরপরাধি জানিবেন না যে লয় তাহার নাম অনর্থ।
৮ শাবত দিবস মনে রাখিও তাহা পবিত্র করিতে।
৯ ছয় দিন মেহনত কর এবং কর তোমার
১০ সমস্ত কার্য্য কিন্তু সপ্তম দিবস তোমার ঈশ্বর
যিহুহার শাবত সে দিবসে কোন কার্য্য করিও
না তুমি তোমার পুত্র কন্যা দাস দাসী কি
তোমার পশুগন কি বিদেশী যে তোমার দ্বারে।
১১ একারন ছয় দিনে যিহুহা নির্ম্মান করিলেন
স্বর্গ পৃথিবী সমুদ্র ও যে সমস্ত আছে তাহারদের
মধ্যে এবং বিশ্রাম করিলেন সপ্তম দিবসে
এতদর্থে যিহুহা বর দিলেন শাবত দিন ও পবিত্র
১২ করিলেন তাহা। সম্ভ্রম কর তোমার পিতা
মাতাকে যেন তোমার স্থিতি বহুকাল হবেক সে
দেশে যাহা যিহুহা তোমার ঈশ্বর দিতেছেন
১৩ তোমাকে। মহা প্রাণী বধ করিও না। পরদার
১৪ করিও না। চুরি করিও না। মিথ্যা সাক্ষী
১৬ দিও না তোমার প্রতিবাসীর বিপরিতে। লোভ
১৭ করিও না তোমার প্রতিবাসীর বাটীর প্রতি লোভ
করিও না তোমার প্রতিবাসীর জায়ার প্রতি কিম্বা
তাহার দাস দাসী কিম্বা তাহার গরু গাধা
ইত্যাদি তোমার প্রতিবাসীর কোন বস্তুর প্রতি।—
১৮ এবং সমস্ত লোকেরা শুনিল সে সন্ধ্যাগর্জ্জন

ও দেখিল বিদ্যুৎ ও তুরির ধ্বনি শুনিল ও পর্ব্বতের
ধূম দেখিল তখন লোকেরা তাহা দেখিয়া দূরে
১৯ ডাণ্ডাইল। পরে তাহারা বলিল মোশাকে তুমি
কথা কহ আমারদের সহিত ও আমরা শুনিব
কিন্তু ঈশ্বর কহেন না আমারদের সাতে পাছে
২০ আমরা মরি। মোশা বলিল লোকেরদিগকে
ভয় কর না ঈশ্বর আসিয়াছেন তোমারদের পরখ
লইতে তাহার ভয় তোমারদের গোচরে হওন
২১ ও তোমরা পাপ না করনের কারন। লোকেরা দূরে
ডাণ্ডাইল এবং মোশা ঘোর অন্ধকারের নিকট গেল
যে স্থানে ঈশ্বর।

২২ য়িহুহা বলিলেন মোশাকে এই মত বলিও
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে তোমরা দেখিয়াছ
যে আমি স্বর্গে থাকিয়া কথা কহিলাম তোমার
২৩ দের সহিত তোমরা আমার সাতে কোন ঈশ্বর
নির্ম্মান করিও না এবং নির্ম্মান করিও না সোনার
ঈশ্বর।

২৪ একটা মৃত্তিকার যজ্ঞকুণ্ড কর আমার কারন
তাহার ওপর বলিদান কর তোমার আহুতি ও
তোমার স্বস্ত্যয়ন ও তোমার মেষ ও গরুরদিগকে
যে সমস্ত স্থানে আমি স্থাপনা করি আমার
নাম সেই খানে আসিব তোমার কাছে ও বর
২৫ দিব তোমাকে ও যদি প্রস্তরের যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মান
করিতে চাহ তবে তাহা খোদকারি করিও না

তোমার অস্ত্র তাহার ওপরে দিলেই অপবিত্র
২৬ করিয়াছ তাহা। তুমি সিড়ি দিয়া যাইও
না আমার কুণ্ডের ওপরে তোমার ওলঙ্গতা সে
স্থানে দৃশ্য না হওনার্থে।

পর্ব্ব ২১ এই সে ব্যবস্থা যাহা তুমি দিবা তাহারদিগকে।
যদি ওিব্রি দাসকে ক্রয় কর তবে সে ছয়
বৎসর চাকরি করিবেক এবং সপ্তম বৎসরে
৩ খালাস হইয়া যাইবেক নিস্কর যদি আপনি
কেবল আইল তবে একা মুক্ত হবে যদি সে
বিবাহ করিয়া থাকে তবে তাহার জায়াও মুক্তা
৪ হবে তাহার সাতে যদিত তাহার প্রভু তাহার
বিবাহ দিয়া থাকে ও সে নারী প্রসব হইয়া থাকে
পুত্র কি কন্যা তবে তাহার জায়া ও বালকেরা
হবেক তাহার প্রভুর ও সে কেবল মুক্ত পাইবে।
৫ যদি সে দাস আপনা হইতে বলে আমি ভাল
বাসি আমার মনিব ও জায়া ও শিশুরদিগকে
৬ আমি খালাস হইয়া যাইব না। তবে তাহার
মনিব আনুক তাহাকে বিচার কর্ত্তার কাছে
সে ও তাহাকে আনুক কপাট কি চৌকাটের
কাছে ও তাহার প্রভু তাহার কর্ণ সুজীতে
ছিদ্র করুক তখন সে তাহার সেবা করিবেক
সদাকাল।

৭ যদি কেহ বিক্রয় করে তাহার কন্যা দাসী হওনের
৮ কারন তবে সে মুক্তা পাইবে না দাসের মত যদি

তাহার প্রভুর অসন্তুষ্ট যে সম্বন্ধ করিয়াছে তাহার সহিত তবে সে তাহাকে খালাস করিয়া দিবেক তাহার সাধ্য নহে তাহাকে অন্য বর্ণের কাছে
৯ বিক্রয় করিতে একারন প্রতারিয়াছে তাহাকে যদি সে তাহার সম্বন্ধ করিয়া থাকে আপনার পুত্রের সহিত তবে সে করিবেক তাহাকে আপনার কন্যার
১০ ন্যায়। যদি সে আর এক বিবাহ করে তখন সে তাহার অন্ন বস্ত্র ও ভার্য্যার ব্যবহার কমি করুক
১১ না যদি এ তিন না করে তবে সে খালাস হইয়া যাইবেক নিস্কর ।

১২ যে কেহ প্রহার করে মানুষকে তাহাতে মরে
১৩ তাহাকে অবশ্য বধ করা হবেক এবং যদি তাহার মনস্থ না থাকে কিন্তু ঈশ্বর তাহার হস্তগত করেন তবে আমি নিযুক্ত করিব এক স্থান তাহার
১৪ কারন যেখানে পলাইবেক। কিন্তু যদি কেহ দুষ্ট মনে আইসে তাহার প্রতিবাসীর ওপরে ও ফাঁকি দিয়া মারিয়া ফেলায় তাহাকে তবে তাহাকে লইয়া যাও আমার যজ্ঞকুণ্ডের নিকট হইতে মারিয়া ফেলাইবার কারন।

১৫ যে কেহ প্রহার করে পিতা কি মাতাকে তাহাকে নিতান্ত মারিয়া ফেলাইতে হবেক।

১৬ যদি কেহ মানুষকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে কি যদি তাহার হস্তে পাওয়া যায় তবে তাহাকে নিতান্ত মারিয়া ফেলা হবেক।

১৭ যে কেহ শাপ দেয় তাহার পিতা কি মাতাকে
তাহাকে নিতান্ত মারিয়া ফেলা হবেক।——
১৮ লোকের ঝকড়া হইলে যদি কেহ পাথর কি
কীল মারে অন্যকে এবং সে মরে না কিন্তু শয্যা
১৯ গত হয় যদি সে পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া আসা
ভর করিয়া বাহিরে যাইতে পারে তবে যে প্রহার
করিল সে খালাস হইবেক কেবল সে নিস্তা দিবেক
তাহার ক্ষেতি ও তাহাকে সুস্থ করাইবেক।——
২০ যদি কেহ ডণ্ড প্রহার করে তাহার দাস কি
দাসীকে ও সে মরে তাহার হস্তে তবে সে নিতান্ত
২১ শাস্তি পাইবেক কিন্তু যদি দিবস দুই এক থাকে
তবে তাহাকে শাস্তি দিতে হবেক না সেই
তাহার তঙ্কা।——
২২ যদি লোকেরা কন্দল করে এবং গুর্ব্বিণীর
আঘাত লাগে যেন তাহার গর্ভপাত হয় ও আর
ব্যাঘাত নহে তবে নিতান্ত সাজা দিতে হবেক
তাহাকে সে যাইয়া মানুষের স্বামীর বাক্যানুযায়ি
২৩ সেই দিবেক যাহা বিচার কর্ত্তারা বলেন। যদি
আর কোন ব্যাঘাত হয় তবে তোমরা দেয়াইও জীবন
২৪ জীবনের কারন চক্ষু চক্ষুর কারন দন্ত দন্তের
কারন হস্ত হস্তের কারন পদ পদের কারন
২৫ পোড়ানের কারন পোড়ান কোপের কারন কোপ
বাড়ীর কারন বাড়ী।——
২৬ যদি কেহ প্রহার করে তাহার দাস কি
দাসীর চক্ষু তাহাতে চক্ষু নষ্ট হয় তবে সে

খালাস করিয়া দিবে তাহাকে তাহার চক্ষুরার্থে
২৭ এবং যদি পুহার করে তাহার দাস কি তাহার
দাসীর দন্ত তবে সে খালাস করিয়া দিবেক
তাহাকে তাহার দন্তেরার্থে ।——
২৮ যদি গরুতে চুসায় পুরুষ কি নারীকে তাহাতে সে
মরে তবে সে গরুকে নিতান্ত পাথরে মারিয়া ফেলা
হবেক এবং তাহার মাংস খায়া হবেক না কিন্তু
২৯ গরুর কর্ত্তাকে ছাড়িয়া দিতে হবে কিন্তু যদি সে
গরু পূর্ব্বে চুসনীয় থাকে এবং কেহ বলিয়া থাকে
তাহার কর্ত্তাকে তাহাতে গরু কএদ করিয়া না রাখে
পরে যদি মারিয়া ফেলে পুরুষ কি নারী তবে গরুকে
পাথর মারিয়া ফেলা হবেক এবং তাহার কর্ত্তাকে ও
৩০ মারিয়া ফেলা হবেক এবং যদি তাহার গুনাগারি
হয় তবে সে দিবেক তাহার জীবন খালাসের মূল্য
৩১ তাহার গুনাগারি অনুযায়ি যদি সে চুসায় বালক
৩২ কি বালিকা তবে ও এই বিচারানুযায়ি করা হবেক
তাহাকে যদি সে চুসায় দাস কি দাসীকে তবে সে
দিবেক তাহার কর্ত্তাকে ত্রিশ শেকল রূপা এবং সে
গরু পাথারে মারিয়া ফেলা হবেক ।——
৩৩ যদি কেহ খাদ খোলে কি খাদ খনন করে ও
৩৪ ঢাকে না ও যদি তাহাতে গাধা কি গরু পড়ে তবে
সে খাদের কর্ত্তা নিস্তা করিবেক ও তঙ্কা দিবেক
তাহার কর্ত্তাকে এবং সে মরা হইবেক তাহার ।—
৩৫ যদি এক জনের গরু মারে আর এক জনের গরুকে
যেন মরে তবে তাহারা বিক্রয় করিবেক সে

জীবত গরু এবং ভাগ করিবেক সে উক্তা মরা ও
৩৬ তাহারা ভাগ করিয়া লইবেক কি যদি জানা থাকে
পূর্বে সে গরু চুসায় ও তাহার কর্তা কএদ করিয়া
না রাখে তবে সে নিতান্ত দিবেক গরুর কারন গরু
এবং মরা হবেক তাহার আপনার।

পর্ব ২২ যদি কেহ গরু কি মেষ চুরি করে ও বিক্রয় করে
কি মারিয়া ফেলে সে গুনাগারি দিবে এক গরুর
বদলে পাঁচ গরু ও এক মেষের বদলে চারি মেষ।

২ চোর সিঁদ দিতেং যদি কেহ তাহাকে পায়
ও প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলে তবে তাহার কারন
৩ খুন করা হবেক না যদি সূর্য্য ওদয় হয় তাহার
ওপরে তবে খুন করা হবেক তাহার কারন তাহার
ওচিত হইত সমস্তের নিসা করিতে যদি তাহার কিছু
না থাকে তবে তাহাকে বিক্রয় করা হবেক তাহার
৪ চৌর্য্যের কারন। যদি তাহার চৌর্য্য বস্তু জীবত
পায়া যায় তাহার হস্তে গরু কি গাধা কি মেষ
হওক তবে সে গুনাগারি দিবেক দ্বিগুন।

৫ যদি কেহ কাহারু ক্ষেত্র কি দ্রাক্ষা ক্ষেত্র
খাওয়ায় কি তাহার পশু চরায় আর এক জনের
ক্ষেত্রে তবে সে তাহার আপনার ক্ষেত্র কি তাহার
আপনার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের ওত্তম হইতে নিসা
করিবেক তাহার।

৬ যদি অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কাঁটা বনে লাগে
তাহাতে যদি কাহারু শস্যের পালা কি শস্যের

গাছ কি ক্ষেত্র নষ্ট হয় তবে যে অগ্নি জ্বালাইল সে নিতান্ত তাহার নিন্দা করিবেক।

৭ যদি কেহ তাহার অর্থ কি তাহার বস্তু গচ্ছিত করিয়া রাখে তাহার পড়সীর কাছে এবং যদিও সে পড়সীর ঘর হইতে চোরে যায় তাহাতে যদি চোর পায়া যায় তবে সে দিবেক তাহার দ্বিগুন।

৮ যদি চোর না পাওয়া যায় তবে সে বাটীর কর্ত্তাকে আনিতে হবেক বিচার কর্ত্তার কাছে বুঝনের জন্য সে তাহার পড়সীর সামগ্রীতে হাত দিয়াছে কি না।

৯ সমস্ত প্রকার হরণীয় বস্তু গরু কি গাধা কি মেষ কি পরিচ্ছদ কি কোন প্রকার হরণীয় বস্তু যা হওক যদি তাহার কর্ত্তা দাওয়া করিয়া বলে এ আমার তবে দুইদিগের কথা আসিবেক বিচার কর্ত্তার কাছে যাহাকে বিচার কর্ত্তা দোষ গ্রস্ত বলে

১০ সে দিবেক দ্বিগুন তাহার পড়সীকে যদি কেহ গচ্ছাইয়া রাখে তাহার পড়সীর কাছে গাধা কি গরু কি মেষ কি কোন পশু রক্ষা করনের কারন ইহাতে যদি তাহা মরে কি ভগ্ন হয় কিম্বা কেহ

১১ না দেখিতে কেহ লইয়া যায় তবে যিহুহার কিরা হবেক তাহারদের দুই জনের মধ্য স্থলে বুঝনের কারন সে হাত দিয়াছে কি না তাহার পড়সীর সামগ্রীতে তবে সামগ্রীর কর্ত্তা কবুল করুক তাহা

১২ এবং সে তাহার নিন্দা করিবেক না এবং যদি চোরে যাইয়া থাকে তবে সে তাহার নিন্দা করিবেক সে

১৩ সামগ্রীর কর্ত্তার কাছে যদি চিরিয়া থাকে তখন

সে বস্তু আনুক সাক্ষীর কারন এবং তাহার নিন্দা করিবেক না যাহা চিরিয়া গেল।

১৪ যদি কেহ বর্ত্ত করে কোন বস্তু তাহার পড়শী হইতে ও তাহা ভগ্ন হয় কি মরে তাহার কর্ত্তা সাতে না থাকিতে তবে নিতান্ত সে তাহার নিন্দা

১৫ করিবেক যদি তাহার কর্ত্তা সাতে থাকে তবে তাহার নিন্দা করিবেক না যদি ভাড়ার বস্তু তবে ভাড়ার টাকার কারন হইল।

১৬ যদি কেহ সম্বন্ধ ব্যতিরেক প্রেম আলাপ করে কোন কন্যার সহিত এবং সংসর্গ করে তাহার সহিত সে নিতান্ত পন দিবেক তাহাকে বিবাহ

১৭ করিতে যদি তাহার পিতা অসম্মত হয় দিতে তাহাকে তবে সে অর্থ অবশ্য দিবেক আইবত পনানুযায়ি।

১৮ জানকে বাঁচাইয়া রাখিও না।

১৯ যে কেহ শৃঙ্গার করে পশুর সহিত তাহাকে নিতান্তই মারিয়া ফেলা হবেক।

২০ যে কেহ বলিদান করে কোন দেবতার কাছে য়িহুহা ছাড়া তাহাকে অতি নিতান্ত সংহার করা হবেক।

২১ দুঃখ দিও না এবং দৌরাত্ম করিও না কোন বিদেশীকে একারন তোমরা হইয়াছিলা বিদেশী মিসরে।

২২ দুঃখ দিও না কোন বিধবা কি পিতা হীন শিশুকে।

২৩ যদি কোন মতে দুঃখ দিবা তাহারদিগকে ও তাহারা

কিঞ্চিৎ ক্রন্দন করে আমার কাছে তবে আমি নিতান্তই
২৪ শুনিব তাহারদের ক্রন্দন ইহাতে আমার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইবেক এবং আমি বধ করিব তোমাকে
তলোয়ার দিয়া ও তোমার জায়া হবেক বিধবা ও
তোমার শিশুগন হবেক পিতাহীন।
২৫ যদি তুমি অর্থ কর্জ্জ দিও আমার কোন লোককে
যে গরিব তোমারদের মধ্যে তবে হইও না সুদ
গ্রাহকের মত তাহার কাছে হিসাব করিও না
২৬ সুদ তাহার উপর। যদি বন্ধক লও তোমার
পড়সীর পরিচ্ছদ তবে তাহা ফিরিয়া দিও সূর্য্য
২৭ অস্তের আগে। একারন তাহা কেবল তাহার
পোসাক তাহার চর্ম্মের উপরের পরিচ্ছদ যাহাতে গায়
দিয়া শুইবে ও এই মত হবেক সে আমার কাছে
চেঁচাইলে তখন আমি তাহা শুনিব একারন আমি
দয়ালু।
২৮ তিরস্কার করিও না ব্যবস্থা কারকেরদিগকে শাপ
দিও না তোমার লোকেরদের অধ্যক্ষকে।
২৯ তোমার প্রথম পক্ক ফল ও প্রথম রস উৎসর্গ
করিয়া দিও তোমার পুত্রেরদের প্রথম জাত দিও
৩০ আমাকে। সেই মত কর তোমার গরু মেষাদি
সাত দিবস তাহারা থাকিবেক মায়ের সহিত ও
অষ্টম দিনে তাহা দিও আমাকে।
৩১ তোমরা হও পবিত্র লোক আমার কাছে খাইও
না কোন মাংস যাহা চরা হইল মাটে তাহা
ফেলিয়া দিও কুকুরেরদিগেতে।

পর্ব্ব ২৩ মিথ্যা বাদ দিও না দুষ্টের সহিত মিলন করিও না অযথার্থিক সাক্ষী হওনের জন্য ।

২ অনেক লোকের সাতে হইও না কুক্রিয়া করিতে জওয়াব সওয়াল কর না কোন মকর্দ্দমায় অনেকের সঙ্গি হওনের কারন প্রকৃত ফিরাইতে ।

৩ গরিবের মকর্দ্দমায় আশ্বাস দিও না ।

৪ যদি দেখিতে পাও শত্রুর গরু কি গাধা হরাইয়া গেল তবে অবশ্য তাহা আন তাহার কাছে পুনর্ব্বার ।

৫ যদি দেখিতে পাও তোমার অপ্রিয় লোকের গাধা বোজের নিচে পড়িয়া ও তাহার আনুকুল্যতা করিতে তোমার ইচ্ছা নহে তুমি অবশ্য তাহার আনুকুল্যতা করিবা ।

৬ বিচার আক্রমন করিও না তোমারদের গরিব

৭ লোকের মকর্দ্দমায় । আপনাকে স্বতন্ত্র রাখি মিথ্যা বিষয় হইতে নিরপরাধি এবং যথার্থিক ও মারিয়া ফেল না একারন আমি প্রকৃতার্থিক করাইব না দুষ্ট লোকেরদিগকে ।

৮ দান অন্ধ করায় জ্ঞানবানকে ও যথার্থিকের বাক্য ফিরায় অতএব দান লইও না ।

৯ বিদেশীর উপর দৌরাত্ম করিও না তোমরা ও বিদেশী ছিলা মিসরে অতএব তোমরা জান বিদেশীর অন্তঃকরন ।

১০ ছয় বৎসর কৃষি কর যাইয়া তোমার ভুমি ও

১১ তাহার ফল একত্র কর । কিন্তু সপ্তম বৎসরে ছাড়িয়া দেও তাহার কৃষি করন তাহাতে তোমারদের

গরিব লোকেরা খাইতে পাইবেক ও যাহা তাহারা
ত্যাগ করে তাহা পশু খাইবেক এই মত কর
১১ তোমার দ্রাক্ষা ক্ষেত্র ও জিত গাছ ক্ষেত্রেতে। ছয়
দিবস কর্ম্ম কর কিন্তু সপ্তম দিনে কর্ম্ম ত্যাগ
কর তাহাতে তোমার গরু গাধা বিশ্রাম করিতে
পারে ও তোমার দাসীর ও বিদেশীর পুত্র আরাম
পাইবেক।—
১৩ যাহাং আমি বলিলাম তোমারদিগকে তাহাতে
পরিদেবনা হও। অন্য ঈশ্বর বাক্য ও বলিও না
তাহা ও শুনা হওক না তোমার মুখ হইতে।—
১৪ বৎসরের মধ্যে তিনবার পর্ব্ব কর আমার
১৫ কারণ খোমির রুটি পর্ব্ব নিরুপিত সময়ে আবিব
মাসে তৎকালে সাত দিবস খাইও খোমির
রুটি যেমত আমি আজ্ঞা দিয়াছি তোমাকে একারণ
সেই সময় তুমি বাহির হইয়া আসিয়াছ মিছর
হইতে কেহ আমার সাক্ষাৎ রুক্ষ হস্তে আইসুক
১৬ না। এবং ফসলের পর্ব্ব তোমার কৃষির প্রথম
ফল যাহা বুনিয়াছ ক্ষেত্রে এবং একত্র করণের
পর্ব্ব বৎসরের শেষে যখন একত্র করা শাঙ্গ
করিয়াছ তোমার শস্য একত্র করিতে ক্ষেত্র হইতে
১৭ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমারদের সমস্ত
পুরুষ মানুষ আইসুক যিহুহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ।
১৮ উৎসর্গ করিও না আমার বলিদানের রক্ত খমির
যুক্ত রুটির সহিত আমার বলিদানের চরবি বক্রি
১৯ থাকুক না প্রভাত পর্য্যন্ত। তোমার দেশের

প্রথম ফলের প্রথমীয় ফল আন তোমার ঈশ্বর
য়িহুহার ঘরে। ছাগলের বাচ্চা সিদ্ধ করিও না
তাহার মাতৃ দুগ্ধে।

২০ দেখ আমি পাঠাইব এক দূত তোমার আগে
তোমাকে পথ দেখানের কারন এবং তোমাকে
আনিতে সে স্থানে যাহা আমি প্রস্তুত করিয়াছি
২১ তোমার কারন সাবধান তাহা হইতে পরিগ্রহ
কর তাহার বাক্য উগ্র করাইও না তাহাকে আমার
নাম তাহার মধ্যে অতএব সে মর্য্যাদা করিবেক না
২২ তোমার ঘাইট কিন্তু যদি তুমি নিতান্ত পরিগ্রহ
কর তাহার বাক্য ও সে সমস্ত কর যাহা আমি
কহি তোমাকে তবে আমি হইব তোমার শত্রুরদের
২৩ শত্রু ও তোমার বৈরগিরদের বৈরগী। আমার দূত
যাবেক তোমার আগেং এবং আনিবেক তোমাকে
আমরী ও হুত্তী ও পরজী ও কনায়নী ও হোব্বী ও
যিবোসীরদের ঠাঁই এবং আমি কাটিয়া ফেলিব
২৪ তাহারদিগকে। প্রনাম করিও না তাহারদের
দেবতাকে ও করিও না তাহারদের সেবা তাহার
দের ক্রিয়ানুযায়ি করিও না কিন্তু মল্লোয়ানা সংহার
কর তাহারদিগকে ও ভাঙ্গিয়া ফেল তাহারদের
২৫ প্রতিমা। কিন্তু তোমার ঈশ্বর য়িহুহার ভজনা কর
তাহাতে তোমার ভক্ষ্য ও পানীয়তে আশীর্ব্বাদ দিবেন
আমি ও লইয়া যাব পিড়া তোমা হইতে।
২৬ তোমার দেশে কোন গর্ভপাত কি বন্ধ্যা

২৭ হবেক না আমি পরিপূর্ন করিব তোমার আয়ু। আমি
পাঠাইব আমার ভয় তোমার অগ্যে ও সংহার
করিব সে সমস্ত লোক যাহারদের কাছে তুমি
যাইতেছ আমি করিব তোমার সমস্ত শত্রুর
২৮ দিগের পিট তোমারদিগে আমি ও ভেমরুল পাঠাইয়া
দিব তোমার অগ্যে তাহারা খেদাইয়া দিবেক হোব্বী
২৯ খনাঁয়নী ও হুত্তী তোমার সন্মুখ হইতে আমি
খেদাইব না তাহারদিগকে তোমার সন্মুখ হইতে
এক বৎসরে নতুবা দেশ অনাবাদ হবেক এবং
৩০ বন পশু বিস্তর হবেক তোমার বিপরিতে কিন্তু
ক্রমে২ খেদাইয়া দিব তোমার সন্মুখ হইতে যাবৎ
পর্য্যন্ত তুমি বৃদ্ধি হইয়া অধিকার কর সে দেশে।
৩১ এবং আমি করিব তোমার সীমা ঊরাবি সমুদ্র
হইতে পলশতীরদের সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং অরন্য
হইতে নদী পর্য্যন্ত একারন আমি করিব সে দেশের
লোক তোমার করতল এবং তুমি খেদাইয়া
দিবা তাহারদিগকে তোমার সন্মুখ হইতে
৩২ মিলন করিও না তাহারদের সহিৎ কিম্বা তাহার
৩৩ দের দেবতারদের সহিত তাহারা বসতি করিতে
পাবেক না তোমার দেশে নতুবা পাপ
করাবে তোমাকে আমার বিপরিতে একারন
তাহারদের দেবতার সেবা করিলে তাহা হবেক
তোমারদের ফাঁদ।

পর্ব্ব ২৪

তিনি বলিলেন মোশাকে য়িহহার কাছে
আইস তুমি ও আহারন ও নদব ও আবিহুয়া এবং

য়িশরালের সত্তরি জন প্রাচীন লোক ও ভজনা কর
২ তোমরা দূরে থাকিয়া ও কেবল মোশা আসিবে
য়িহহার নিকট কিন্তু তাহারা নিকটে আসিবে না
৩ কেহ ওপরে ওঠিবেক না মোশার সহিত। অতএব
মোশা আসিয়া বলিল লোকেরদিগিকে য়িহহার
সমস্ত কথা ও ব্যবস্থা তাহাতে সমস্ত লোক একই
কথা বলিল যাহা য়িহহা বলিয়াছেন সে সকল
৪ আমরা করিব। মোশা লেখিল য়িহহার সমস্ত
কথা পরে প্রত্যুষয় ওত্থান করিয়া নির্ম্মান করিল
এক যজ্ঞ কুণ্ড পর্ব্বতের নিচে ও বারো স্তম্ভ য়িশরালের
৫ বারো গোষ্ঠি আনুযায়ি। সে ও পাঠাইল
য়িশরালের সন্তানেরদের কএক যুবা মানুষের
দিগিকে যাহারা আহুতি ও সস্ত্যায়ন করিল
৬ য়িহহার কাছে। তৎপরে মোশা অর্দ্ধরক্ত
লইয়া খর্পরে থুইল এবং আর অর্দ্ধেক রক্ত
৭ ছড়াইয়া দিল কুণ্ডের ওপর। ও তাহা করিয়া
বন্দোবস্তের প্রতি লইয়া পাট করিলেন লোকের
দের শ্রবনে তাহাতে তাহারা বলিল যে সমস্ত য়িহহা
বলিয়াছেন তাহা করিব ও আজ্ঞা বর্ত্তি
৮ হইব। তখন মোশা সে রক্ত ছড়াইল
লোকেরদের ওপরে ও বলিল দেখ এ সেই বন্দোবস্তের
রক্ত যাহা য়িহহা করিয়াছেন তোমারদের সাতে
এ সমস্ত কথার বিষয়
৯ তখন মোশা ও আহারন ও নবদ ও
আবিহুয়া ও য়িশরালেরদের সত্তরি জন প্রাচীন

১০ লোক ওপরে গেল এবং দেখিল য়িশরালের
ঈশ্বরকে। তাঁহার পদতলে নির্ম্মিত নীল প্রস্তরের
বন্ধনের ন্যায় ও তাঁহার তেজ স্বর্গের আকারের মত।
১১ য়িশরালের সন্তানেরদের প্রধানেরদের ওপরে
তিনি হস্ত দিলেন না তথাচ তাঁহারা ও দেখিল ঈশ্বর
১২ কে এবং ভোজন পান করিল। তৎপরে য়িহুহা
বলিলেন মোশাকে পর্ব্বতের ও পরে ওঠিয়া আইসহ
আমার কাছে ও তিষ্ঠ এস্থানে এখন আমি দিব
তোমাকে প্রস্তরের তক্ত ও বিধি ও সমস্ত
আজ্ঞা যাহা আমি লেখিয়াছি তাঁহারদিগকে
১৩ শিক্ষানের কারন। তৎপরে মোশা ও তাহার
চাকর য়িহশুয়া ওঠিল এবং মোশা গেল ঈশ্বরের
১৪ পর্ব্বতে। পরে সে বলিল প্রাচীনেরদিগকে
তোমরা থাকহ এখানে যাবৎ আমরা আইসি
দেখ আহারন ও হুর তোমরদের সাতে যদি
কাহার কোন বিষয় থাকে তবে আইসুক তাঁহার
১৫ দের কাছে। তৎপরে মোশা গেল পর্ব্বতের ওপর
১৬ ও মেঘে ঢাকিল পর্ব্বত। এবং য়িহুহার তেজ
তিষ্ঠিল সীনী পর্ব্বতে এবং মেঘে ঢাকিল তাহা
ছয় দিবস পরে সপ্তম দিবসে তিনি ডাকিলেন
১৭ মোশাকে মেঘের মধ্যে থাকিয়া। য়িশারালের
সন্তানেরদের দৃষ্টে য়িহুহার তেজ প্রকাশ হইল
প্রজ্বলিত অগ্নির মত পর্ব্বতের মস্তকের ওপর।
১৮ তখন মোশা মেঘের মধ্যে যাইয়া পর্ব্বতের ওপর

গতি করিল । যোশা ছিলেন পর্ব্বতের ওপরে
চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ।

পর্ব্ব যিহুহা ও এ কথা কহিলেন যোশাকে কহ
২৫ যিশরায়েলের সন্তানেরদিগকে আমার কাছে আনিতে
ওৎসর্গীয় সামগ্রী প্রতি মনুষ্য যে ইচ্ছা পূর্ব্বক দেয়
তাহার ঠাঁই লও আমার নিবেদনার্থীয় সামগ্রী ।
৩ এই সেই নিবেদনার্থীয় যা লইবা তাহারদিগ
হইতে স্বর্ন রূপা পিতল নীলা বাইগনীয় সিন্দুরীয়
৪ মেহি সুতা ও ছাগলের লোম ও লাল ছোপ
৫ দেয়া মেষ ও সঙ্গরের চর্ম্ম ও শটা কাষ্ঠ । তৈল
৬ আলোর কারন ও মসলা মর্দ্দনের তৈল ও
৭ ধূপের কারন । মালিমালি ও বহুমুল্য প্রস্তর
৮ আফদ ও বুক পাটার কারন । ও তাহারা করুক
পবিত্র স্থান আমার কারন তাহাতে আমি বসতি
৯ করিব তাহারদের মধ্যে । যে সমস্ত আমি
দেখাই তোমাকে সে পবিত্র তাম্বুর নমুনা ও
সমস্ত সরঞ্জামের নমুনা সেই মতই তামা গঠন
করুক ।

১০ তাহারা ও গঠন করুক এক শটা কাষ্ঠের
সিন্দুক আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রস্থ ও
১১ দেড় হাত ঊর্দ্ধ । তাহা ভিতরে বাহিরে
নির্ভাজ স্বর্ন মড়া ও এবং কর তাহার ওপরে
১২ স্বর্নের বালর চারিদিগে । গঠন করিও
তাহার চারিটা স্বর্নের সাঁচুয়া কড়া ও দিও
তাহার চারি কোনে তাহার দুইটা একদিগে ।

১৩ গঠন করিও শঙ্খা কাষ্ঠের সাইজি ও স্বর্ন মড়াইও
১৪ তাহা পরে সে সাইজি দিও কড়ার মধ্যে
সিন্দুকের একৎ দিগে সিন্দুক বহনের কারন
১৫ তাহা থাকুক সিন্দুকের কড়ায় তাহা যেন বাহির
১৬ করে না তাহা হইতে এবং সাক্ষী পুস্তক যাহা
আমি দেই তোমাকে তাহা সিন্দুকে থুইও।
১৭ গঠন কর নির্ভাজ স্বর্নের ক্ষমাসন আড়াই হাত
১৮ দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রস্থ। ও গঠন কর
স্বর্নের দুই হাতুড়ীয় কার্য্যের খরবিম ক্ষমাসনের
১৯ দুই মুড়ায় এক খরব গঠন কর এক
দিগে ও আর এক খরব আর এক দিগে
ক্ষমাসনের দুই মুড়ায়ই গঠন কর দুই খরবিম।
২০ সে দুই খরবিম তাহারদের বাযু ওষ্ঠা
করিয়া ডেনায় ঢাকিবেক ক্ষমাসন তাহারা
সন্মুখা সন্মুখি হইবেক দুই খরবের মুখ
২১ হইবেক ক্ষমাসনেরদিগে। তুমি থুইও ক্ষমাসন
সিন্দুকের ওপরে ও সিন্দুকে থুইও সাক্ষী পুস্তক
২২ যাহা আমি দিব তোমাকে। সে স্থানে আমি
দেখা দিব তোমাকে ও আমি কথা বার্ত্তা
কহিব তোমার সহিত ক্ষমাসনের ওপরের সে
দুই খরবির মধ্যে স্থল থাকিয়া যাহা আছে
সাক্ষী সিন্দুকের ওপরে যে সমস্ত বিষয় আমি
আজ্ঞা করি তোমাকে য়িশ্রায়েলের সন্তানেরদের
কারন।

২৩ আর ও গঠন করিও শম্বুা কাষ্ঠের এক মেজ
দুই হাত দীর্ঘ এক হাত পুস্থ ও দেড় হাত উচ্চা।
২৪ তাহা ও নির্ভাজ স্বর্ণ মড়াও এবং ঝালর গঠন কর
২৫ তাহার চারিদিগে। গঠন কর তাহার ঝালর
চারি অঙ্গুলি চৌড়া চারিদিগে ও গঠন কর স্বর্ণের
২৬ টোপ সে ঝালরের চারিদিগের কারন। এবং
গঠন কর তাহার কারন চারিটা স্বর্ণের কড়া ও
দিও সে কড়া তাহার চারি কোনের চারি পায়ার
২৭ গায় সে ঝালরের বরাবরিতে সে কড়া রহিবেক
২৮ মেজ বহনের সাইঙ্গির স্থানের কারন। এবং
শম্বুা কাষ্ঠের গঠন কর সে সাইঙ্গি ও স্বর্ণে মড়াও
২৯ তাহা সে মেজ বহনের কারন। গঠন কর সে
মেজের পাত্র ও তাহার চামচ ও তাহার সরপোস ও
তাহার বাটী ঢাকনের কারন নির্ভাজ স্বর্ণেই গঠন কর
৩০ সমস্ত। এবং সর্ব্বদা রাখ মেজের উপরে
দর্শনীয় রুটি।

৩১ নির্ভাজ স্বর্ণের এক গাছ পুদীপ গঠন কর
সে গাছ পুদীপ হবেক হাতুড়ীয় নির্ম্মিত তাহার
গাছ ও তাহার ডাল ও তাহার কটুয়া ও তাহার
৩২ ঝালর ও তাহার ফুল একেই হবেক। তাহার ছয়
ডাল হবেক তিন ডাল একদিগে আর তিন ডাল
৩৩ আর একদিগে। এক ডালে তিন কটুয়া বাদামের
মত এক কলিকা এক ফুল এবং আর এক ডালে
তিন কটুয়া বাদামের মত এক কলিকা ও এক
ফুল গাছ পুদীপের ছয় ডাল হবেক এই মত।

৩৪ সে গাছ প্রদীপের চারি কটুয়া হবেক বাদামের
৩৫ মত তাহার কলিকা ও ফুল। তাহার
দুই ডালের নিচে এক কলিকা ও আর দুই
ডালের নিচে এক কলিকা সে ছয় ডালানুযায়ি যাহা
৩৬ বাহির হইল গাছ প্রদীপ হইতে। সে কলিকা ও
শাখা হবেক একেই সে সমস্তই এক হাতুড়ীয় কায
৩৭ নিভাজ স্বর্ণে। তুমি ও গঠন কর তাহার সাতটা
প্রদীপ এবং তাহারা জালুক সে প্রদীপ আলো
৩৮ হওনের কারন। তাহার চিম্টা ও তাহার গুল
তরাস যোওনের পাত্র হবেক নিভাঁজ স্বর্ণের।
৩৯ গঠন কর তাহা এবং তাহার সমস্ত সামগ্রী এক
৪০ তালন্ত নির্ভাজ স্বর্ণের। এবং সাবধান করিয়া
গঠন কর সে নমুনার মত যাহা দৃশ্য হইয়াছে
তোমাকে পর্ব্বতে।

পর্ব্ব নির্ম্মান কর সে পবিত্র তাম্বু পাকানীয়া
২৬ মেহি সূতা ও নীলা ও বাগুনীয় ও সিন্দুরীয়
বর্নের দশটা পরদা দিয়া সংরবিম করিয়া
২ বিলক্ষন কায কর তাহা। এক পরদা আটাইশ হাত
দীর্ঘ ও চারি হাত প্রস্থ প্রতি পরদা হবেক
৩ এক সমান। তাহার পাঁচ পরদা যুদা দেয়া
হবেক একখানি আর একখানের সহিত আর পাঁচ
পরদা ও যুদা দেয়া হবেক একখান আর একখানের
৪ সহিত। এবং নির্ম্মান কর নীলা ঘুণ্ডী এক
পরদার কিনারায় পাইড় হইতে জোড়ের মুখে।
৫ পঞ্চাশ ঘুণ্ডী নির্ম্মান কর সে পরদার কিনারায় যাহা

জোড়া হবেক দ্বিতীয় পরদায় তাহাতে সে ঘুণ্ডী
৬ বন্ধ করিবেক একখান আর একখানকে তুমি ও
পঞ্চাশটা স্বর্ণের মুদ্রা গঠন করিয়া একত্র বন্ধ কর
সে পরদা তাহাতে তাহা হবেক এক তাম্বু।
৭ অজা পসমীয় পরদা ও নির্ম্মাণ কর পবিত্র তাম্বুর
ওপরে আবৃত করনের কারন এগার পরদাই নির্ম্মাণ
৮ কর। একং পরদা ত্রিশ হাত দীর্ঘ ও চারি হাত
প্রস্থ সে এগার পরদা সকলি এক সমান
৯ হবেক। পাঁচ পরদা আলাদা কর ও আর ছয়
পরদা আলাদা কর সে ষষ্ঠম পরদা ও দোহারা
১০ করিয়া রাখ পবিত্র তাম্বুর মধ্য ভাগে। তুমি
নির্ম্মান কর পঞ্চাশ ঘুণ্ডী সেই পরদায় যাহা
পার্শ্বে জোড়া থাকিবেক ও আর পঞ্চাশ ঘুণ্ডী সে
পরদার কিনারায় যাহা জোড়া হবেক দ্বিতীয় পরদার
১১ সহিত। তুমি ও গঠন কর পিতলের পঞ্চাশ
মুদ্রা ও মুদ্রা দিও ঘুণ্ডীতে এবং দশখান একত্র
১২ করিয়া একখান কর। পবিত্র তাম্বুর পরদার যাহা
প্রবর্ত্ত হইল সে অর্দ্ধ পরদাই যাহা বক্রি আছে
১৩ তাহা লম্বিত করা হবেক পবিত্র তাম্বুর পৃষ্ঠে। এক
দিগের এক হাত ও আর এক দিগের আর এক হাত
পবিত্র তাম্বুর পরদার যাহা বক্রি হইল তাহা লম্বিত
করা হবেক পবিত্র তাম্বুর এ দিগে ও দিগে আবৃত
১৪ করনের কারন। এবং মেষের লাল জোপ দিয়া
চর্ম্মের নির্ম্মান কর পবিত্র তাম্বুর এক আচ্ছাদন
ও তাহার ওপরে পশুরের চর্ম্মের আর এক আচ্ছাদন।

১৫ ও নির্ম্মান কর শাট্টা কাষ্ঠের তক্তা যাহা ওঠে
১৬ করা হবেক একং তক্তা দশ হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত
১৭ প্রস্থ। দুই আল হবেক সন্মুখা সন্মুখি একং
তক্তায় এই মতে দুইং আল কর সে পবিত্র তাম্বুর
১৮ সমস্ত তক্তায়। কর সে পবিত্র তাম্বুর তক্তা বিশ
১৯ খান দক্ষিন দিগের কারন। এবং গঠন কর সে
তক্তার নিচে চল্লিশটা রূপার চুঙ্গি একং তক্তার নিচে
২০ দুইং চুঙ্গি আলের কারন। সে পবিত্র তাম্বুর
দ্বিতীয় পার্শ্বের কারন ওত্তরদিগে ও বিশখান
২১ তক্তা। ও তারদের চল্লিশটা রূপ্যের চুঙ্গি দুইং
২২ একং তক্তার নিচে। পবিত্র তাম্বুর পশ্চিমদিগের
২৩ কারন ও নির্ম্মান কর ছয়খান তক্তা। এবং নির্ম্মান
কর দুই তক্তা সে পবিত্র তাম্বুর দুইদিগের কোনের
২৪ কারন যেন এক কবজায় বন্ধ হবেক নিচে
ওপরে এই মত সে দুইদিগেরি কারন। এই
২৫ আটখান তক্তা হবেক এবং তাহার হবেক ষোলটা
রূপার চুঙ্গি দুইং চুঙ্গি একং তক্তার নিচে।—
২৬ তুমি নির্ম্মান কর শাট্টা কাষ্ঠের বাতা সে
পবিত্র তাম্বুর এক পার্শ্বের তক্তার কারন পাঁচটা।
২৭ এবং আর পাঁচটাং বাতা সে পবিত্র তাম্বুর আরং
পার্শ্বের তক্তার কারন পাঁচ বাতা পবিত্র তাম্বুর
২৮ পশ্চিম দিগের তক্তার কারন। সে তক্তার
মধ্য খানের বাতা পাবেক এ মুড়া ও মুড়া
২৯ পর্য্যন্ত। সে তক্তা ও মড়াইও স্বর্ন দিয়া
এবং গঠন কর স্বর্নের কড়া বাতার জায়গার

কারন। এবং স্বর্ন দিয়া মড়াও সে বাতা।
৩০ এবং খাড়া কর সে পবিত্র তাম্বু ইহার নমুনা
নুযায়ি যাহা দৃশ্য হইল তোমাকে পর্ব্বতের
ওপরে।

৩১ ও নির্ম্মান কর মধ্য খানের পরদা বিলক্ষন কার্য্যে
নীলা বাণ্ডনীয় সিন্দুরীয় ও পাকানীয় সুতা দিয়া
৩২ খরবীয় নির্ম্মিত হবেক তাহা এবং তাহা টানাইয়া
দেহ শম্বুা কাষ্ঠের স্বর্ন মড়া চারি থামের
গায় তাহারদের স্বর্ন সুরসিয়া হবেক চারি রুপার
চুঙ্গির ওপরে।

৩৩ এবং টানাইয়া দিও মধ্য পরদা মুদার নিচে
তাহাতে আনিতে পারিবা তাহার মধ্যে সাক্ষীর
সিন্দুক সে মধ্যে পরদা ভিন্নং করিবেক তোমার
৩৪ কারন পবিত্র মহা পবিত্র স্থান হইতে। এবং
রাখ ক্ষমাসন সাক্ষী সিন্দুকের ওপর মহা
৩৫ পবিত্র স্থানে। ও রাখ সে মেজ মধ্য পরদার
বাহিরে ও গাছ প্রদীপ মেজের সন্মুখে পবিত্র তাম্বুর
দক্ষিনদিগে ও রাখ সে মেজ ওত্তরদিগে।
৩৬ এবং গঠন কর পরদা পবিত্র তাম্বুর কারন নীলা
বাণ্ডনীয় সিন্দূরীয় পাকানীয় সুতা দিয়া বুটাদার
৩৭ করিয়া ও নির্ম্মান কর সে পরদার কারন শম্বুা
কাষ্ঠের পাঁচটা থাম ও তাহা মড়াও স্বর্ন দিয়া
তাহারদের সুরসিয়া ও হবেক স্বর্ন তুমি ও কর
পিতলের পাঁচটা সাচুয়া চুঙ্গি তাহারদের কারন।

পর্ব্ব তুমি গঠন কর শট্টা কাষ্ঠের এক যজ্ঞ কুণ্ড
২৭ পাঁচ হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত প্রস্থ চারিদিগে
২ সমান ও তিন হাত ঊর্দ্ধ এবং গঠন কর শৃঙ্গ
তাহার কোনের ওপর শৃঙ্গ ও হবেক একই
৩ কাষ্ঠের ও নির্ম্মান কর পাত্র তাহার ভস্ম পড়নের
কারন ও তাহার হাতা ও তাহার মাংসাকর্ষী
ও তাহার অগ্নি পাত্র তাহার সমস্ত সামগ্রী
৪ গঠন কর পিতলে। তুমি গঠন কর তাহার
কারন পিতলের এক ঝাঁলরীয় ঝাঝরা ও সে ঝাঁঝরার
ওপর গঠন কর পিতলের চারিটা কড়া তাহার চারি
৫ কোনে ও তাহা থুও কুণ্ডের নিচে তাহাতে সে
৬ ঝাঝরা হবেক চৌরস কুণ্ডের মধ্য স্থলে ও গঠন
কর শট্টা কাষ্ঠের সাইঙ্গি কুণ্ডের কারন ও পিতল
৭ দিয়া মড়াও তাহা সে সাইঙ্গি দেয়া হবেক
কড়ায় ও সাইঙ্গি থাকিবেক কুণ্ডের চারিপার্শ্বে তাহা
৮ বহনের কারন তাহা খোরল কর তক্তা দিয়া
যেমত তোমার দৃশ্য হইল পর্ব্বতে সেই মত তাহার
গঠন কর।

৯ নির্ম্মান কর সে পবিত্র তাম্বুর ওঠান। দক্ষিন
দিগে ওঠানের এক পার্শ্বের পরদা হবেক এক শত
১০ হাত দীর্ঘ পাকানীয়া সুতায়। তাহার বিশটা
থাম ও তাহারদের পিতলের বিশটা চুঙ্গি থামের
১১ আঁকড়া ও কলস হবেক রুপার। ও তাহার
পশ্চিমদিগের ওঠানের দীর্ঘত্বের কারন পরদা
হবেক একশত হাত দীর্ঘ তাহার বিশ থাম হবেক ও

তাহার বিশটা চুঙ্গি থামের আঁকড়া ও কলস রূপার হবেক ।
১২ পশ্চিমদিগের ওঠানের প্রস্থের কারন পরদা হবেক পঞ্চাশ হাত তাহার থাম দশ ও তাহার
১৩ চুঙ্গি দশ। পূর্ব্বদিগের ওঠানের প্রস্থ পঞ্চাশ হাত।
১৪ তাহার একদিগের দ্বারের পরদা হবেক পোনের
১৫ হাত তিনটা থাম ও তিনটা চুঙ্গি। আরদিগের দ্বারের পরদা হবেক পোনের হাত সেখানে ও হবেক তিন থাম ও তিন চুঙ্গি ।
১৬ সে ওঠানের দ্বারের কারন বিশ হাতের এক পরদা নীলা বাগুনীয় সিন্দুরীয় পাকানীয় সুতা বুটা
১৭ কাম করা ও তাহার চারি থাম চারি চুঙ্গি। সে ওঠানের চতুর্দ্দিগের সমস্ত থাম রূপার কলস বাঁধা হবেক তাহারদের আঁকড়া রূপার ও তাহারদের চুঙ্গি পিতলের ।
১৮ ওঠানের দীর্ঘ হবেক এক শত হাত ও প্রস্থ পঞ্চাশ হাত ও ওভে পাঁচ হাত প্রতি স্থানে পাকানীয়
১৯ সুতার ও তাহার চুঙ্গি পিতলের । পবিত্র তাম্বুর সমস্ত সামগ্রী যাহা সেবার কারন ও তাহার সমস্ত খিল ও ওঠানের খিল পিতলের হবেক।

২০ এবং আজ্ঞা কর য়িশরালের সন্তানেরদিগকে যেন তাহারা আনে তোমার কাছে জিত ফলের ছোলানীয় শাফ তৈল আলোর কারন সদত
২১ প্রদীপে পোড়ানের কারন। আহারন ও তাহার

সন্তানেরা প্রস্তুত করুক তাহা সায়ংকাল হইতে প্রাত কাল পর্য্যন্ত য়িহ্বহার সন্মুখে মানবোর পবিত্র তাম্বুর মধ্যে পরদার বাহিরে যাহা সাক্ষী সিন্দুকের সন্মুখে তাহারদিগকে এ বিধি হবেক পুরুষানুক্রমে য়িশরালের সন্তানের কারন।

পর্ব্ব ২৮ তুমি আলাদা করিয়া লও য়িশরালের সন্তানের দিগ হইতে তোমার ভ্রাতা আহারনকে তাহার পুত্রগন সহিত আমার কাছে যাজকতা করনের কারন আহারন ও তাহার পুত্রেরা নদব আবিহুয়া
২ আলিযেজ ও আইতমর। ও পবিত্র পরিচ্ছদ নির্ম্মান কর তোমার ভ্রাতা আহারনের নিমিত্ত মর্য্যাদা ও
৩ রূপের কারন। এবং কহ সমস্ত হেকমৎ অন্তকরনীয় লোকেরদিগকে যাহারদের আত্মা আমি হেকমৎ পুর্ন করিয়াছি নির্ম্মান করিতে আহারনের পরিচ্ছদ তাহাকে পবিত্র করনের কারন যেমন যাজকতা করিতে পারিবে আমার
৪ কাছে। তাহারা এই মত পরিচ্ছদ নির্ম্মান করুক বুকপাটা ও আফোদ ও জামা ও পবিত্র কাবাই ও টোপর ও কমর বন্ধ তাহারা নির্ম্মান করিবেই পবিত্র পরিচ্ছদ তোমার ভ্রাতা আহারন ও তাহার পুত্রেরদের কারন যাজকতা করনার্থে আমার কাছে।

৫ এবং তাহারা লউক জরি ও নীল ও বাগুনীয় ও
৬ সিন্দুরীয় ও মেহি সুতা। এবং নির্ম্মান করুক

আফদ্দ জরি নীলা ও বাগুনীয় ও সিন্দুরীয় ও পাকা
৭ নীয় মেহি সুতার হেকমৎ কায করিয়া। তাহার
দুই কেনারায় হবেক দুই যোগ যাহাতে তাহা জোড়া
৮ হবেক। আফদের হেকমৎ বন্ধ ও যাহা তাহার
ওপরে একেই মত হবেক তাহার মত কাযেই
জরি ও নীলা ও বাগুনীয় ও সিন্দুরীয় ও পাকানীয়
৯ মেহি সুতা। সালিয়ালি দুই পুস্তর ও
লইয়া য়িশরালেরদের সন্তানেরদের নাম খোদ
১০ কারি করাও তাহার ওপরে। তাহারদের ছয়
নাম হবেক এক পুস্তরের ওপর আর ছয় নাম আর
১১ পুস্তরের ওপরে তাহারদের জন্মানুযায়ি। পুস্তরের
মোহর খোদকারি কায করিয়া মোহরের খোদ
কারির মত কর সে দুই পুস্তর য়িশরালের
সন্তানের নাম গাঁদিয়া এবং তাহা বসাও স্বর্ণের
১২ নগিনায়। সে দুই পুস্তর দেও আফদের স্কন্ধের
ওপর য়িশরালের সান্তানেরদের স্মরনার্থের
পুস্তরের কারন ও আহারন বহিবেক তাহারদের
নাম দুই স্কন্ধে করিয়া স্মরনার্থের কারন।
১৩ এবং নির্ম্মান কর স্বর্ণের নগিনা। এবং নির্ভাজ
১৪ স্বর্ণের পাকের কাযের জিঞ্জির কর তাহার যুড়ায়
ও বন্ধ কর সে পাকের কাযের জিঞ্জির দিয়া সে
নগিনায়।

১৫ ও নির্ম্মান কর বিচারের বুকপাটা হেকমৎ
কার্য্যের আফদের কার্য্যানুযায়ি নির্ম্মান কর তাহা
জরি নীলা বাগুনীয় ও সিন্দুরীয় ও পাকানীয়

১৬ যেহি সুতা দিয়া নির্ম্মান কর তাহা । তাহা
দোহারা চারিদিগে সমান হবেক এক বিঘত লম্বা
১৭ ও এক বিঘত চৌড়া হবেক । বসাও তাহার
মধ্যে চারি কাতার পুস্তর পুথম কাতার
আকিক এবং পক্করাজ এবং সবচরাগ এই পুথম
১৮ কাতার । দ্বিতীয় কাতার পান্না এবং নীল
১৯ এবং হিরা । এবং তৃতীয় কাতার লিগোর
২০ এবং বসু এবং আমির । এবং চতুর্থ কাতার
নীলফেনা এবং সালিমালি এবং জবরজদ তাহা
২১ বসা যাবেক তাহারদের স্বর্নের নগিনায় । সে
পুস্তর গুনা হবেক য়িশরালেরদের বারো নামের
সহিত তাহারদের নামানুযায়ি পুতি একং যান
মোহরের খোদকারি মত নাম বিশিষ্ট দ্বাদশ
গোষ্ঠ্যানুযায়ি ।——

২২ এবং গঠন কর নির্ভাজ স্বর্নের জড়াও কাযের
২৩ জিঞ্জির বুক পাটার ওপরে । গঠন কর ও বুক
পাটার ওপরে স্বর্নের দুইটা আঙ্গুটি ও বসাও সে
২৪ দুইটা আঙ্গুটি বুক পাটার দুই মুড়ায় । ও দিও
সে স্বর্নের দুই জিঞ্জির সে দুই আঙ্গুটির মধ্যে
২৫ যাহা বুক পাটার মুড়ায় । এবং সে স্বর্নের
জড়াও কাযের জিঞ্জিরের আর দুই মুড়া বন্ধ
কর সে নগিনায় ও তাহা দেও সে আঁকাড়ার
ওপরে ।—

২৬ আর দুইটা স্বর্নের আঙ্গুটি গঠন কর ও দেহ তাহা
বুক পাটার আর দুই মুড়ায় যাহা আছে আম্মদের

২৭ ভিতরেরদিগে। আর দুইটা স্বর্নের আঙ্গুটি
গঠন করিয়া দিও আফদের নিচে দুইদিগে আফদের
সন্মুখের জোড়ের বরাবরি আফদের হেকয়ৎ
২৮ বন্ধের ওপর। এবং তাহারা বন্ধ করুক বুক পাটার
আঙ্গুটি আফদের আঙ্গুটির সহিত নীলা ফিতা
দিয়া তাহা থাকিবেক আফদের হেকয়ৎ বন্ধের ওপর
সে বুক পাটা আফদ হইতে খুলিয়া না পড়নের
২৯ কারন। এবং আহারন বহিবেক য়িশ্রায়েলের
সন্তানেরদের নাম বিচারের বুক পাটার মধ্যে
তাহার হৃদয়ের ওপরে করিয়া যখন যায়
পবিত্র স্থানে য়িহুহার সন্মুখে সদাকালের
স্মরনার্থে।

৩০ তুমি ও দেহ সে বিচারের বুক পাটার মধ্যে
আওরিম ও তুমিম ও তাহা হবে আহারনের
হৃদয়ের ওপর যখন যায় য়িহুহার সন্মুখে ও
আহারন সদাকাল হৃদয় করিয়া বহিবেক য়িহুহার
সন্মুখে য়িশ্রায়েলের সন্তানেরদের বিচার।

৩১ আফদের দামন কর সমস্ত নীলা এবং
৩২ তাহার ওপরে মধ্যখানে মুখ হবেক ও রেশমী
কোর দেয়া থাকেক তাহার মুখের চারিদিগে যেমত
যাবরার মুখ যেন চিরে না।

৩৩ ও তাহার আঁচলার ওপর বুটা কর দাড়িম্ব নীলা
ও বাগুনীয় ও সিন্দূরীয় সে দামনের আঁচলার
চারিদিগে ও স্বর্নের ঘন্টা মধ্যেং তাহার চারিদিগে।
৩৪ একং স্বর্নের ঘন্টা একং দাড়িম্ব দামনের আঁচলার

৩৫ ওপর তাহা হবেক আহারনের গায় ভজনের
কারন ও তাহার বাদ্য শুনা যাবেক যখন যায়
পবিত্র স্থানে য়িহুহার সন্মুখে ও যখন বাহিরে
আসে যেন না মরে ।
৩৬ এবং গঠন কর নির্ভাজ স্বর্নের এক পাত
খোদকারি কর তাহার ওপরে মোহরের খোদকারির
৩৭ মত শুদ্ধ য়িহুহার ও দিও তাহার ওপর নীলা
ডোর তাহা হবেক সে টোপরের ওপরে টোপরের
৩৮ অগ্রেই তাহা থাকিবেক তাহা থাকিবেক
আহারনের কপালের ওপর তাহাতে আহারন
বহিবেক পবিত্র বস্তুর অপবিত্রতা যাহা য়িশরালের
সন্তানেরা পবিত্র করে তাহারদের সমস্ত পবিত্র
দানে এবং তাহা সদাই থাকিবেক তাহার কপালের
ওপর তাহাতে তাহারা গ্রহনিত হবেক য়িহুহার
সন্মুখে ।
৩৯ বুটা কার্য্য করিয়া কর মেহি কাপড়ের কাবাই ও
মেহি কাপড়ের টোপর ও তাহার বুটা কাযের বন্ধ
৪০ কর ও মস্তক নির্ম্মান কর তাহারদের কারন
মর্য্যাদা ও রুপের কারন ।
৪১ ও সে সমস্ত দিও আহারন ও তাহার
পুত্রেরদের গায় তাহার সাতে এবং তাহার
দিগিকে অভিষেক করিয়া শুচি ও পবিত্র কর যে
৪২ তাহারা যাজকতা করিতে পারে আমার হাঁই এবং
কর তাহারদের কারন কাপড়ের জাঙ্গী তাহারদের
উলঙ্গতা সম্বরন করিতে তাহা হওক কমর হইতে

৪৩ শুদ্ধ পর্য্যন্ত তাহা হবেক আহারন ও তাহার
পুত্রেরদের গাত্রে যখন তাহারা আইসে মণ্ডলির
পবিত্র তাম্বুতে কি যখন তাহারা আইসে সে
কুণ্ডের নিকট ভজনা করিতে পবিত্র স্থানে যেন
তাহারা অযথার্থ ভোগ না করিয়া মরে। ইহা
সদাকালের ব্যাবস্থা তাহারদের কারন এবং
তাহার পরে তাহার সন্তানেরদের কারন ।

পর্ব্ব ২৯ এই কর তাহারদিগকে শুচি হওনের কারন
যেন তাহারা আমার যাজকতা করিতে। একটা
আঁড়িয়া বাছুর লও ও নিখুঁতি দুইটা মেষ।
২ ও বেখমির পাও রুটি ও বেখমির তৈলাক্ত রুটি
৩ ও তৈলাক্ত খাজা কর গোমের শুজি দিয়া। ও থুও
সে সমস্ত এক চুপড়িতে ও চুপড়ি করিয়া আন সে
৪ সমস্ত আঁড়িয়া ও দুই মেষের সহিত। এবং
আন আহারন ও তাহার পুত্রেরদিগকে মণ্ডলির
পবিত্র তাম্বুর দ্বারের কাছে ও জলে স্নান করাও
৫ তাহারদিগকে পরে সে পরিচ্ছদ লইয়া দিও
আহারনের গাত্রে সে কাবাই ও আফদের দামন ও
আফদ ও বুকপাটা ও বন্ধ কর তাহা আফদের
৬ হেকমৎ বন্ধ দিয়া। এবং দিও সে টোপর তাহার
মস্তকের ওপর ও সে পবিত্র পাত টোপরের ওপর।
৭ তখন লও অভিষেকের তৈল ও তাহার মস্তকে
৮ অভিষেক কর তাহাকে। পরে আন তাহার পুত্রের
৯ দিগকে ও দিও সে কাবাই তাহারদের গাত্রে। ও বন্ধ
কর তাহার বন্ধ আহারন ও তাহার পুত্রেরদের ওপরে

ও দিও সে মণ্ডড় তাহারদের মস্তকে তাহাতে যাজকতা
হবেক তাহারদের এক সদা কালের ব্যাবস্থা করনক
এবং শুচি কর আহারন ও তাহার পুত্রেরদিগকে ।
১০ তুমি ও আন সে আড়িয়া মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর সন্মুখে
পরে আহারন ও তাহার পুত্রেরা হস্ত দিবেক আড়ি
১১ য়ার মাথার ওপর । তারপর হত্যা কর সে আড়িয়া
য়িহ্‌হার সাক্ষাতে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর সান্নিধ্য ।
১২ পরে আড়িয়ার কিছু রক্ত লইয়া অঙ্গুলি করিয়া দিও
কুণ্ডের শৃঙ্গের ওপরে ও আর সমস্ত ঢালিয়া দিও
১৩ কুণ্ডের নিচে । পরে বাহির করিয়া লও তাহার
সমস্ত ভুঁড়ি বেড়া চরবি ও চাদর যাহা থাকে মাটিয়ার
ওপরে ও দুইটা গিলা ও সে চরবি যাহা তাহার ওপরে
১৪ পরে পোড়াও সে সমস্ত কুণ্ডের ওপর । কিন্তু
সে আড়িয়ার মাংস ও চর্ম্ম ও তাহার গোময়
পোড়াও সৈন্য স্থলির বাহিরে এ এক নিবেদনার্থীয়
১৫ পাপের কারন । পরে লও তাহার এক মেষ তখন
আহারন ও তাহার পুত্রেরা হস্ত দিওক মেষের
১৬ মস্তকে । তারপর মার সে মেষ ও তাহার রক্ত
১৭ লইয়া ছড়াইয়া দিও কুণ্ডের চতুর্দ্দিগে । পরে
কাটিয়া খণ্ড২ কর সে মেষ ও ধুও তাহার ভুড়ি
ও তাহার ঠেঙ্গি তারপর থুও সে খণ্ড তাহার মস্তকের
১৮ নিকট । পরে পোড়াও সমস্ত মেষ কুণ্ডের ওপরে
এই এক আহুতি য়িহ্‌হার কারন এক অগ্নি
বিশিষ্টীয় শুগন্ধই য়িহ্‌হার কাছে ।—
১৯ তারপর ও সে আর এক মেষ তখন আহারন

ও তাহার পুত্রেরা হস্ত দিওক সে মেষের মস্তকে ।
২০ পরে সে মেষ মার এবং তাহার কিছু রক্ত লইয়া
দিও আহারনের দক্ষিন কর্নের পাতায় ও তাহার
পুত্রেরদের দক্ষিন কর্নের পাতায় ও দক্ষিন হস্তের
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ও তাহারদের দক্ষিন পদের বৃদ্ধা
ঙ্গুষ্ঠের ওপরে পরে জড়াইয়া দিও সে রক্ত কুণ্ডের
২১ চতুর্দ্দিগে ।   এবং তুলিয়া লও তাহার কিছু রক্ত
যাহা থাকে কুণ্ডের ওপরে ও অভিষেকের তৈলের
কিছু জড়াইয়া দিও আহারনের ওপর ও তাহার
পুত্রেরদের ওপরে ও তাহার পুত্রেরদের পরিচ্ছদের
ওপরে তাহার সহিত ইহাতে হবেক পবিত্র তাহার
২২ ও তাহার পুত্রেরদের পরিচ্ছদ তাহার সহিত ।   তুমি
লইও সে মেষের চরবি ও লেজ ও চরবি যাহা ভুড়িতে
আচ্ছাদিত ও যাগ্নিয়ার ওপরের চাদর ও দুই গিদা
ও সে চরবি যাহা তাহার ওপরে ও দক্ষিন স্কন্ধ
২৩ সে এক মেষ শুচির কারনেই ।   ও একটা
পাও রুটি ও তৈলাক্ত এক রুটি ও সে বেথমির
চপড়ির এক খান খাজা যাহা য়িহুহার সন্মুখে ।
২৪ তুমি সে সমস্ত দিও আহারন ও তাহার পুত্রেরদের
হস্তে এবং দোলাও তাহা দোলন নিবেদনার্থীয়
২৫ য়িহুহার সন্মুখে   পরে তাহারদের হস্ত হইতে
সে সমস্ত আহুতি লইয়া দিও কুণ্ডের ওপরে যজ্ঞের
কারন এক সগন্ধির নিমিত্ত য়িহুহার সন্মুখে এই
অগ্নি বিশিষ্টীয় নিবেদনার্থীয় য়িহুহার সন্মুখে ।
২৬ এবং লও আহারনের শুচি করা মেষের বুক যাহা

দোলান হইল য়িহুহার বর্ত্তমান ও তাহা হবেক
২৭ তোমার হিস্যা পরে পবিত্র কর দোলনীয় বুক ও
বরনীয় স্কন্ধ সে শুচি করন মেষের যাহা দোলান
ও যাহা বরন হইল তাহাই আহারন ও তাহার
২৮ পুত্রেরদের কারন। ইহা হবেক আহারন ও
তাহার সন্তানেরদের সদাকাল ব্যবস্থা করনক
য়িশরালের সন্তানেরদিগ হইতে এই এক বরন
ও য়িশরালের সন্তানেরদের সন্তায়ন হইতে
বরন হবে এ তাহারদের বরনই য়িহুহার
কাছে।

২৯ এবং আহারনের পবিত্র পরিচ্ছদ তাহার সন্তানের
দের হবেক তাহার পরে তাহারদিগকে অভিষেক
৩০ ও শুচি করনের কারন। তাহার যে পুত্র
যাজক হবেক তাহার বদলে সে তাহা গায়
দিবেক সাত দিবস যখন আইসে মণ্ডলির পবিত্র
তাম্বুর মধ্যে যাজকতা করিতে সে পবিত্র স্থানে।
৩১ সে শুচি করন মেষ ও লইয়া তাহার মাংস সিদ্ধ
৩২ কর পবিত্র স্থানে। তখন আহারন ও তাহার
পুত্রেরা খাওক সে মেষের মাংস ও রুটি যাহা
আছে চুবড়ির মধ্যে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারের
৩৩ নিকট। তাহারা তাহা খাইবেক যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত
হবেক তাহারদের যাজকতা ও আপন পবিত্র
করনের জন্যে কিন্তু অন্য তাহা খাইতে পাইবেক না
৩৪ একারন সে সমস্ত পবিত্র। যদি সে শুচি করন

মাংস কি রুটি কিছু বক্রি থাকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
তবে তাহা পোড়াইয়া ফেল অগ্নিতে তাহা খাওয়া
৩৫ হবেক না একারন সে সমস্তই পবিত্র। এই মত
কর আহারন ও তাহার পুত্রের দিগকে সেই সমস্তা
নুযায়ি যাহা আমি আজ্ঞা দিলাম তোমাকে সাত
৩৬ দিবসই শুচি কর তাহারদিগকে। প্রতি দিবস
উৎসর্গ কর এক আঁড়িয়া প্রায়শ্চিত্তের কারন ও
পরিস্কার কর সে কুণ্ড যখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ
তাহার কারন ও তাহা পবিত্র কর তাহা অভিষেক
৩৭ করনার্থে। সাত দিবস প্রায়শ্চিত্ত কর কুণ্ডের উপর
ও পবিত্র কর তাহা ইহাতে সে কুণ্ড হবেক মহা
পবিত্র যে কেহ স্পর্শ করে কুণ্ড সে পবিত্র হবেক।
৩৮ এ তাহা যাহা কুণ্ডে আহুতি দিতে হবে। এক
বৎসরীয় দুইটা মেষের বাচ্চা প্রতি দিবস
৩৯ সদাকাল এক মেষের বাচ্চা উৎসর্গ কর
৪০ প্রাতঃকালে আর একটা সায়ংকালে এক মেষের
বাচ্চার সহিত দিও আইফার দশাংশ ময়দা
হিনের চতুর্থাংশ ঘোলানীয় তৈল মিশ্রিত ও হিনের
চতুর্থাংশ দ্রাক্ষা রস পানীয় উৎসর্গের জন্য।
৪১ অন্য বাচ্চা মেষ আহুতি দিও সায়ংকালে এবং কর
তাহা প্রাতঃকালের আহুতি ও পানীয় উৎসর্গের মত
সুগন্ধের কারন এ এক অগ্নীয় উৎসর্গ যিহুহার
৪২ কাজে। এ হবে নিত্য যজ্ঞ তোমার দের পুরুষ
পুরুষানুক্রমে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর দ্বারের
নিকট যিহুহার বর্ত্তমান যে স্থানে আমি দেখা দিব

৪৩ কথা কহিতে তোমার সহিত। সে স্থানে আমি দেখা
দিব য়িশরালের সন্তানেরদের সহিত এবং তাহা
৪৪ আমার তেজেতে পবিত্র হবেক। আমি পবিত্র
করিব মণ্ডলির তাম্বু ও কুণ্ড আমি ও পবিত্র করিব
আহারন ও তাহার পুত্রেরদিগকে আমার যাজকতা
৪৫ করিতে। এবং আমিই বাস করিব য়িশরালের
সন্তানেরদের সহিত ও হইব তাহারদের ঈশ্বর
৪৬ তাহারা ও জানিবেক যে আমি য়িহুহা তাহারদের
ঈশ্বর যে বাহির করিয়া আনিলাম তাহারদিগকে
মিজর দেশ হইতে তাহারদের সহিত বাস করনার্থে।
আমি য়িহুহা তাহারদের ঈশ্বর।

পর্ব্ব ৩০

তুমি ও গঠন কর একটা আঙ্গটা সুগন্ধি পোড়া
নের কারন তাহা গঠন কর শম্খা কাষ্ঠে। তাহা কর
এক হাত দীর্ঘ ও এক হাত প্রস্থ চারিদিগ সমান ও
৩ দুই হাত ওভে তাহার শৃঙ্গ একেই হবেক। তাহা
মড়াও নির্ভাজ স্বর্ন দিয়া তাহার তালা ও তাহার
চারিদিগের পার্শ্ব ও তাহার শৃঙ্গ; তাহার চারি
দিগে স্বর্নের ঝালর কর ও ঝালরের নচে
৪ গঠন কর স্বর্নের দুইটা কড়া তাহার দুই
কোনের নিকট তাহার দুই পার্শ্বে তাহা কর এবং
৫ তাহা হবেক সাইঙ্গের স্থল বহনের কারন। ও
গঠন কর সে সাইঙ্গ শম্খা কাষ্ঠের ও স্বর্ন
৬ দিয়া মড়াও তাহা। পরে তাহা থুও মধ্য স্থলের
পরদার সন্মুখে যাহা সাক্ষী সিন্দূকের একদিগে
ক্ষমাসনের সন্মুখে যাহা সাক্ষীর ওপর

যে স্থানে আমি দেখা দিব তোমার সহিত ।
৭ আহারন পোড়াওক সুগন্ধি তাহার ওপর প্রতি প্রাতে
প্রদীপ প্রস্তুত করনের কালে সুগন্ধি পোড়াওক
৮ তাহার ওপর । ও সায়ং কালে প্রদীপ ওজ্জ্বলের
সময় পোড়াওক সুগন্ধি তাহার ওপর এই
নিত্য সুগন্ধি য়িহুহার বর্ত্তমান তোমারদের
৯ পুরুষানুক্রমে । তোমরা অনুক্ত সুগন্ধি কিম্বা
অহুতি কি নিবেদনার্থীয় ওৎসর্গ করিও না তাহার
ওপর ও ঢালিয়া দিও না পানীয় বস্তু তাহাতে ।
১০ কেবল আহারন প্রায়শ্চিত্ত করিবেক তার শৃঙ্গের
ওপর বৎসরের মধ্যে এক বার পাপের বলিদানের
রক্ত দিয়া বৎসরের মধ্যে একবার প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হবেক তাহর ওপর তোমারদের
পুরুষানুক্রমে । এই য়িহুহার কাছে মহা পবিত্র ।
১১ য়িহুহা ও এ কথা কহিলেন মোশাকে ।
১২ য়িশরালের সান্তানেরদিগকে গনন করনের সময়
সেই সময় তাহারা প্রতি জন খালাসি দিবেক
য়িহুহাকে তাহার প্রানের কারন তাহাতে কোন
১৩ দুস্থ হবেক না তাহারদের ওপর যে কেহ গনিত
হয় সে দিবে আর্দ্ধ শেকল পবিত্র শেকলানুযায়ি ।
এক শেকল বিংশতি গেরা । আর্দ্ধ শেকল ওৎসর্গ
১৪ করিতে হইবে য়িহুহার কাছে । যে প্রতি জন
গনিত হয় কুড়ি বৎসর বয়ক্রম ও অধিক
১৫ সেই দিবেক নিবেদনার্থীয় য়িহুহাকে । ধনবান
অধিক ও গরিব আর্দ্ধ শেকেলের কম দিবেক না

যখন নিবেদনার্থীয় দেয় য়িহ্বহাকে তোমারদের
১৬ প্রানের প্রায়শ্চিত্তোর কারন । ও তুমি সে
প্রায়শ্চিত্তোর রূপা য়িশ্রালেরদিগ হইতে লইয়া
দিও মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর কার্য্যের কারন তাহা
হবেক এক স্মরনার্থ য়িশ্রালের সন্তানেরদিগকে
য়িহ্বাহার বর্ত্তমান তোমারদের প্রানের প্রায়শ্চিত্তোর
কারন ।
১৭ য়িহ্বহা ও এ কথা কহিলেন মোশাকে ।
১৮ গঠন কর পিত্তলের আবদান ও পিত্তলের খুরা
স্নান করনের কারন ও তাহা থুও মণ্ডলির পবিত্র
তাম্বু ও কুণ্ডের মধ্য স্থলে পরে জল থুও তাহাতে ।
১৯ আহারন ও তাহার পুত্রেরা তাহাতে হস্ত পদ
২০ প্রক্ষালন করনের কারন । তাহারা মণ্ডলির পবিত্র
তাম্বুর মধ্যে যাওন কালে প্রক্ষালন করুক যেন মরিবে
না ও কুণ্ডের নিকট যখন যায় যাজকতা করিতে
২১ কি আহুতি দিতে য়িহ্বহার কাছে তখন প্রক্ষালন
করুক তাহারদের হস্ত পদ যেন মরিবে না ।
এ ব্যবস্থা হবের সদাকাল তাহারদের ও তাহার
দের সন্তানেরদের কারন পুরুষ পুরুষানুক্রমে ।
২২ য়িহ্বহা ও এ কথা বলিলেন মোশাকে । তুমি
২৩ লও প্রধান মসালা নির্ভাজ মর পাঁচ শত শেকল
দারু চিনি তাহার অর্দ্ধেক দুই শত পঞ্চাশ শেকলই
২৪ তেজ পাত পাঁচ শত শেকল পবিত্র শেকলানুযায়ি
২৫ ও জিত ফল তৈল এক হিন । ও সে
সমস্ত চুর্ন করিয়া কর পবিত্র মর্দ্দনীয় বস্তু

একত্র মাখা গন্ধ বনিকের কার্য্যেরানুযায়ি তাহা
২৬ হবেক এক পবিত্র অভিষেকীয় তৈল। তাহা
দিয়া অভিষেক কর মণ্ডলির পবিত্র তাম্বু এবং
২৭ সাক্ষীর সিন্দুক ও মেষ ও তাহার সমস্ত
সামগ্রী ও গাচ প্রদীপ ও তাহার সামগ্রী ও
২৮ আঙ্গিটা ও আহুতির কুণ্ড তাহার সমস্ত সামগ্রী
২৯ সুদ্ধ ও সে আবদান ও তাহার মুরা। তাহা
পবিত্র কর যেন সমস্ত হইতে পারিবে মহা
পবিত্র যে কিছু স্পর্শে হয় তাহাতে পবিত্র হবেক।
৩০ তুমি ও অভিষেক কর আহারন ও তাহার পুত্রের
দিগকে ও শুচি করাও তাহারদিগকে আমার ঠাই
৩১ যাজকতা করনার্থে। ইহা ও কহ য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে এই য়িহ্বহার এক পবিত্র মর্দ্দনীয়
৩২ তৈল তোমারদের পুরুষানুক্রমে। তাহা মানুষের
গায় দিতে হবেক না তোমরা ও করিও না তাহার
মত সে একত্র করনের মত তাহা পবিত্র আছে
৩৩ ও পবিত্র হবেক তোমারদের ঠাই। যে কেহ
একত্র করে তাহার মত কি যে কেহ অন্যের গাত্রে
দেয় সেই ছেদন হবেক তাহার লোক হইতে।
৩৪ য়িহ্বহা ও কহিলেন মোশাকে লইও মিষ্ট মসালা
গুগ্গুল এবং লখি এবং বরিজা এ সমস্ত মিষ্ট
মসালা নির্ভাজ লবান সহিত একং বস্তুর লও
৩৫ একেক ওজন। পরে তাহার আতর কর
বনিকের মিশি ক্রিয়ানুযায়ি পরিস্কার ও
৩৬ পবিত্র। ও তাহার কতক চূর্ণ কর ও

তাহা থুও সাক্ষীর সন্মুখে মণ্ডলির পবিত্র তাম্বুর
মধ্যে যে স্থানে আমি দেখা দিব তোমার সহিত এই
৩৭ হবেক তোমারদের মহা পবিত্র বস্তু। সে আতর
যাহা তোমরা করিবা তাহার মত করিও না
আপনারদের কারন সে একত্র করনেরানুযায়ি
তাহা তোমারদের পবিত্র বস্তু য়িহুহার কারন।
৩৮ যে কেহ করে তাহার মত তাহার গন্ধ লইতে
সেই ছেদন হবেক তাহার লোকেরদিগ হইতে।

পর্ব্ব ৩১ য়িহুহা এ কথা কহিলেন মোশাকে। আমি নিযুক্ত
করিয়াছি য়িহোদা গোষ্ঠির হুরের পুত্র আওরির
৩ পুত্র বেজলালকে ঈশ্বরের আত্মা ও পূর্ন
করিয়াছি তাহাকে হেকমৎ ও বিবেচনা ও জ্ঞান ও
৪ সমস্ত প্রকার শিল্প কার্য্য করিতে হেকমৎ কার্য্য
করিতে এবং স্বর্ন ও রূপা ও পিতলের কারিগারি
৫ করিতে প্রস্তর কাটিয়া বসাইতে কাষ্ঠে খোদ
কারি করিতে ও সমস্ত প্রকার শিল্প কার্য্য করিতে।
৬ দেখ আমি দিয়াছি তাহার সাতে দনের গোষ্ঠির
আখিসমখের পুত্র আহলিয়াবকে সমস্ত
জ্ঞানীয়দের অন্তঃকরনে ও জ্ঞান দিয়াছি সে
সমস্ত নির্ম্মান করনার্থে যাহা আজ্ঞা দিলাম
৭ তোমাকে। মণ্ডলির পবিত্র তাম্বু ও সাক্ষীর
সিন্দুক ও ক্ষমাসান যাহা তাহার উপরে ও পবিত্র
৮ তাম্বুর সমস্ত সামগ্রী ও মেজ ও তাহার সামগ্রী
এবং নির্ভাজ স্বর্নের গাছ প্রদীপ তাহার সমস্ত

৯ সামগ্রী সুদ্ধ ও সুগন্ধি আসিটা। এবং আহুতির
কুণ্ড তাহার সমস্ত সামগ্রী সহিত এবং আবদান
১০ ও তাহার খুরা। এবং ভজনের পরিচ্ছদ ও
পবিত্র পরিচ্ছদ আহারন যাজকের কারন ও তাহার
পুত্রেরদের পরিচ্ছদ যাজকতা করনের কারন।
১১ অভিষেক তৈল ও মিষ্ট ধমাণা সে পবিত্র স্থানের
কারন যে মত কহিলাম তোমাকে তাহারা করুক।

১২ য়িহূহা এ কথা কহিলেন মোশাকে। কহ
১৩ য়িশরালের সন্তানেরদিগকে সারোদ্ধার আমার
শাবত পালন কর এই এক চিহ্ন আমার তোমার মধ্যে
তোমারদের পুরুষানুক্রমে তাহাতে তোমারা জানিবা
যে আমি য়িহূহা যে পবিত্র করি তোমারদিগকে।
১৪ অতএব তোমরা শাবত পালন কর তাহা পবিত্র
তোমারদের কারন যে কেহ তাহা অপবিত্র করিবেক
নিতান্তই তাহাকে মারিয়া ফেলা হবেক যে কেহ
করিবেক কোন কায তাহার মধ্যে সে প্রাণী ছেদন
১৫ করা হবেক তাহার লোক হইতে। ছয় দিবস
সমস্ত কায করিও কিন্তু সপ্তম দিবসে বিশ্রম শাবত
পবিত্র য়িহূহার কারন যে কেহ কার্য্য করে শাবত
দিনে অবশ্য তাহাকে মারিয়া ফেলা হবেক।
১৬ এতদর্থে য়িশরালের সন্তানেরা পালন করুক ও
মানুক শাবত তাহারদের পুরুষানুক্রমে সদাকালের
১৭ বন্দোবস্তের কারন। ইহা এক নিত্য চিহ্ন আমার
ও য়িশরালের সন্তানেরদের মধ্যে এহারন ছয়

দিবসে য়িহহা নির্ম্মান করিলেন স্বর্গ পৃথিবী
এবং সপ্ত দিনে সৃজন ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম
করিলেন ।
১৮ তিনি মোশার সহিত সীনী পর্ব্বতের ওপরে
আলাপ করন সাঙ্গ করিয়া পাথরের দুই সাক্ষীর
তক্তা দিলেন যাহা ঈশ্বরের অঙ্গুলিতে লেখা ।—

পর্ব্ব ৩২ মোশার গৌন হইন পর্ব্বত হইতে নামিতে অতএব
লোকেরা তাহা দেখিয়া একত্র হইল আহারনের
কাছে ও বলিল তাহাকে ওঠ আমারদের কারন
ঠাকুর নির্ম্মান করহ যাহারা যাবেক আমারদের
অগ্রেং এ মোশা সে মনুষ্যই যে বাহির করিয়া
আনিল আমারদিগকে মিজর হইতে আমরা জানি না
২ সে কোথায় গেল । তখন আহারন বলিলেন তাহার
দিগকে যে সমস্ত কর্ণের কড়ি তোমারদের জায়া ও
পুত্র কন্যারদের কর্ণে ভাঙ্গিয়া আনহ আমার
৩ কাছে । তখন সমস্ত লোকেরা ভঙ্গন করিল সে
কর্ণের কড়ি যাহা তাহারদের কর্ণে পরে তাহা
৪ আনিল আহারনের ঠাই সে তাহা লইল তাহার
দের হস্ত হইতে পরে তাহা দিয়া এক সাঁচয়া
বাছুর গঠন করিল ও ছেনি দিয়া খোদকারি করিল
তার পর বলিল এ তোমারদের ঈশ্বর আরে য়িশরাল
যে বাহির করিল তোমারদিগকে মিজর হইতে ।
৫ তখন আহারন তাহা দেখিয়া কুণ্ড করিল তাহার

সন্মুখে পরে আহারন চেণ্ডরা দিয়া বলিল কল্য
৬ হবেক য়িহ্হার সম্বধ্য । পর দিবস তাহারা
উষায় উত্থান করিয়া আহুতি উৎসর্গ করিল ও
আনিল সস্তায়ন এবং লোকেরা বসিয়া ভোজন
পান করিলে খেলা করিতে উঠিল ।——
৭ তৎকালে য়িহ্হা বলিলেন মোশাকে যাও নাম
যাইয়া দেখ যে লোক আনিয়াছ মিজর হইতে
৮ তাহারা আপনা আপনি নষ্ঠ হইল তাহারা সে
পথ অকস্মাৎ ছাড়িয়া গিয়াছে যাহা আমি আজ্ঞা
করিলাম তাহারদিগকে তাহারা গঠন করিয়াছে
এক সাঁচয়া বাছুর ও দণ্ডবৎ করিয়া বলিদান
করিয়াছে তাহার কাছে ও বলিয়াছে এই তোমার
দের ঈশ্বর য়িশরালেরাহে যে বাহির করিয়া
৯ আনিল তোমারদিগকে মিজর দেশ হইতে । এবং
য়িহ্হা বলিলেন মোশাকে আমি দেখিয়াছি এ
১০ লোকেরদিগকে দেখ তাহারা দুরন্ত লোক অতএব
এখন আমাকে ছাড়িয়া দেহ যেন আমার ক্রোধ
প্রজ্বলিত হইবে তাহারদের উপর ও আমি
সংহার করিব তাহারদিগকে তৎপরে বৃহৎ বর্ণ
১১ করাইব তোমা হইতে । তখন মোশা নিবেদন
করিল তাহার ঈশ্বর য়িহ্হার বর্ত্তমান ও বলিল
আরে য়িহ্হা কেন তোমার ক্রোধ প্রজ্বলিত
তোমার লোকেরদের উপর যাহারদিগকে বাহির
করিয়া আনিয়াছ মিজর দেশ হইতে বড় পরাক্রম
১২ ও বল করিয়া । কিম্বর্থে মিজরীরা কহিবে

এ কথা দুঃখ দিতে তিনি বাহির করিয়াছেন তাহার
দিগকে মারিয়া ফেলাইতে ও পর্ব্বতে সংহার করিতে
পৃথিবী হইতে। ফির তোমার মহা ক্রোধ
হইতে ও খেদিত হও তোমার লোকেরদের
১৩ দুঃখ দেওনের বিষয় মনে কর আবরহাম
য়িজহ্কক ও য়িশরাল তোমার দাসেরদিগকে
যাহারদের কাছে কিরা করিয়া করার করিয়াছ
আমি অনেক করিব তোমার সান্তানকে আকাশের
নক্ষত্রের মত ও সে দেশ যাহার বিষয়
বলিয়াছি তাহা দিব তোমার সন্তানকে ও
তাহারা তাহা ওপভোগ করিবে চিরকাল।
১৪ য়িহুহা খেদিত হইলেন সে দুঃখ দেওনে যাহা
তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন তাহার লোকেরদের
বিষয়।

১৫ তখন মোশা সাক্ষীর দুই তক্তা হাতে করিয়া
নামিলেন পর্ব্বত হইতে সে তক্তার দুইদিগেই লেখা
১৬ ছিল তাহার এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠাই লেখা ছিল। সে
তক্তা ঈশ্বরের হস্ত কৃত ও সে লেখা ঈশ্বর লিখিত
১৭ খুদিয়া তক্তার ওপরে। যখন লোকেরা জয়ধ্বনি
করিতেছিল তখন য়িহশুয়া তাহারদের কলরব
শুনিয়া বলিল মোশাকে রনের কোলাহল শুনি
১৮ সৈন্যের মধ্যে। সে বলিল এ জয়ীরদের কোলা
হল নহে ও পরাস্তিরদের কোলাহল নহে কিন্তু আমি
শুনি গীতের শব্দ।

১৯ পরে সে সৈন্যের মধ্যির নিকট আসিবা মাত্রেই

দেখিল বাছুর ও তাহারদের নৃত্য তখন মোশার
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল তাহাতে হস্ত হইতে সে তক্তা
২০ ফেলাইয়া ভাঙ্গিল পর্ব্বতের নিচে। পরে সে বাছুর
যাহা তাহারা গঠন করিয়াছিল তাহা লইয়া পোড়াইল
ও চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং তাহা জলে ফেলাইয়া
২১ পান করাইল য়িশ্রালের সন্তানেরদিগকে। পরে
বলিল আহারনকে লোকেরা কি করিল তোমাকে
যে তুমি এমত মহা পাপ করাইয়াছ তাহারদিগকে
২২ তখন আহারন বলিল আমার প্রভু ক্রোধাভিষ্ট
হইও না আপনি এ লোকেরদিগকে জ্ঞাত
২৩ আছেন যে ইহারা দুষ্টমতি অতএব তাহারা
বলিল আমাকে আমারদের কারন ঠাকুর গঠন করিও
যাহারা যাবেক আমারদের অগ্রে একারন সে মোশা
যে বাহির করিয়া আনিল আমারদিগকে মিসর
২৪ হইতে আমরা জানি না সে কোথায় গেল। অতএব
আমি বলিলাম তাহারদিগকে যাহার কিছু স্বর্ণ
থাকে সে তাহা ভাঙ্গিয়া আনুক আমার কাছে তাহাতে
তাহারা তাহা দিল আমাকে পরে আমি তাহা অগ্নিতে
দিলে বাহির হইয়া আইল এই বাছুর।

২৫ আহারন উলঙ্গ করিয়াছিল লোকেরদিগকে তাহার
দের লজ্জার্থে তাহারদের শত্রুরদের মধ্যে অতএব
২৬ মোশা লোকেরদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া দাণ্ডাইল
সৈন্যের স্থানের দ্বারে ও বলিল য়িহুহার পক্ষে কে
সে আইসুক আমার কাছে তাহাতে লেইর
২৭ সন্তানেরা একত্র হইল তাহার কাছে। পরে সে

বলিল তাহারদিগিকে এই মত কহেন য়িহহা
য়িশরালের ঈশ্বর প্রতি জন তাহার তলোয়ার
ওবর ওপর রাখ এবং দ্বারে দ্বারে যাওক
সৈন্য স্থলির মধ্যে ও বধ করুক প্রতি জন
আপনার ভাই ও প্রতি জন আপনার বন্ধু ও প্রতি
২৮ জন আপনার প্রতিবাসী। তাহাতে লোইর
সন্তানেরা করিল মোশার কথানুযায়ি ও
লোকেরদের তিন হাজার পড়িল সেই দিনে।
২৯ একারণ মোশা বলিয়াছিল আজি শুচি হও তোমরা
য়িহহার কাছে প্রতি মানুষ আপনার পুত্র ও ভ্রাতার
ওপর তাহাতে তিনি অদ্য বর দিবেন তোমার
দিগিকে।
৩০ পর দিবস মোশা বলিল লোকেরদিগিকে তোমরা
মহা পাপ করিয়াছ এখন আমি ওপরে যাইব য়িহহার
কাছে কি জানি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি তোমারদের
৩১ পাপের কারন। অতএব মোশা য়িহহার কাছে
যাইয়া বলিলেন আহা এ লোকেরা মহা পাপ
করিয়াছে ও গঠন করিয়াছে তাহারদের কারন
৩২ স্বনের ঠাকুর কিন্তু এখন যদি তোমার ইচ্ছা তবে
মর্য্যাদা কর তাহারদের পাপ ও যদি না তবে কাটিয়া
ফেল আমাকে তোমার কেতাব হইতে যাহা
৩৩ লেখিয়াছ। পরে য়িহহা বলিলেন মোশাকে
যে কেহ পাপ করিয়াছে আমার বিপরিতে তাহাকে
আমি কাটিয়া ফেলাইব আমার পুস্তক হইতে।
৩৪ অতএব এখন লইয়া যাও লোকেরদিগিকে সে স্থানে